পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 170 Friday, 22 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৭০ সংখ্যা ❋ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শুক্রবার, ২২ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আদালত নয়, খাইয়ে-দাইয়ে সোজা বনগাঁ দিয়ে বিএসএফ-এর হাতে!

হাওড়ায় অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২১ মেঃ হাওড়া শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ফেরানো এবং পুরসভার অচলাবস্থা কাটানোর লক্ষ্যে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে পুরসভার দায়িত্বভার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, এই বছরের মধ্যে ভোট হবে।। এর পাশাপাশি শহরের পানীয় জল, নিকাশি সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা এবং অনুপ্রবেশ রুখতে স্পষ্ট রূপরেখা বেঁধে দিয়েছেন তিনি। হাওড়া শহরের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলি সমাধানে এ দিন বিশেষ জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, শহরে পরিশ্রুত পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং সামগ্রিক নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করাই নতুন সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। বিকল্প জলাধার- শহরের যে সমস্ত এলাকায় অতীতে বেআইনি ভাবে জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলসংকট মেটাতে বিকল্প জলাধার নির্মাণ করা হবে। সমন্বয় কমিটি- এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে এবং হাওড়া শহরের প্রাথমিক চাহিদাগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে একটি উচ্চপর্যায়ের 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি' বা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুরসভার বিগত জমানার যাবতীয় দুর্নীতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে বলেও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনের বৈঠক থেকে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি কঠোর বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক হিংসা এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের মতো সংবেদনশীল ঘটনায় পুলিশকে কোনও রকম রেয়াত না করে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজরদারি রাখতে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল বা ডিজি-র মারফত সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দফতরে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এ দিনের বৈঠকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সীমান্ত পেরিয়ে আসা যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-র আওতায় পড়েন না, তাঁদের ক্ষেত্রে আর কোনও আপস করা হবে না। এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে আদালতের দীর্ঘমেয়াদি আইনি প্রক্রিয়ায় না পাঠিয়ে, সরাসরি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাতে তাঁদের দ্রুত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়। এবার থেকে হাওড়া স্টেশনে কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাঁদের আর আদালতে পেশ করার দীর্ঘমেয়াদি আইনি প্রক্রিয়ার পথে যাবে না পুলিশ। পরিবর্তে, ধৃতদের সরাসরি তুলে দেওয়া হবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফের হাতে। এদিন উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ওয়ান-লাইন নির্দেশিকা জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়া স্টেশনকে অনুপ্রবেশকারীদের অন্যতম প্রধান ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে নিজের চেনা মেজাজে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''আমি স্পষ্ট ভাষায় কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছি, এবার থেকে হাওড়া স্টেশনে কোনও অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে আর আদালতে পেশ করার দরকার নেই। খাইয়ে-দাইয়ে সোজা বনগাঁ দিয়ে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে।''

এবার 'টালা প্রত্যয়' নিয়ে বড় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা শহরে দুর্গা পূজাগুলির মধ্যে প্রবল জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'টালা প্রত্যয়'। উত্তর কলকাতায় এই পুজোয় উপচে পড়ে ভিড়। সারাবছর ধরেই এই পুজো কমিটির নানা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। সেই পুজো নিয়েই এবার অভিযোগ জানালেন সদ্য নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। পুজো কমিটির বিরুদ্ধে রাস্তা, পার্ক দখল করে রাখার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে রাস্তা। টালা পার্কের কাছেই হয় এই টালা প্রত্যয়ের পুজো। সেখানে মাঠ দখল করে কাঠামো তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে 'টালা প্রত্যয়' পুজো কমিটির বিরুদ্ধে। মাঠ দখল করে কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ কাশীপুর-বেলগাছিয়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারির। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরনিগমে গিয়ে পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, একটা পুজো কমিটি পুজো হয়ে যাওয়ার পরেও দিনের পর দিন মাঠ এবং সামনের রাস্তা দখল করে রেখেছে। রাস্তার দখল ইতিমধ্যেই তিনি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাঠের দখল এখনও রয়েছে বলে অভিযোগ। রীতেশ তিওয়ারি বলেন, ''ওই এলাকায় বেলগাছিয়া ইউনাইটেডের একটি টেন্ট ছিল, শিশুরা সেখানে প্র্যাকটিস করত। ডিজি পার্ক ঘুরে দেখেছেন। রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কাঠামো। মাঠ থেকেও যেন সরিয়ে দেওয়া হয় সেই দাবি জানাচ্ছি।''কীভাবে এমন দখলদারি চলত, সে কথা বলতে গিয়ে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বিধায়ক। তিনি বলেন, ''বিগত সরকারের হাত কমিটির মাথার উপরে থাকায় মাঠ সম্পূর্ণ দখল করে রাখা হয়েছে। কারা ওই পুজোর উদ্বোধন করতে আসত, সবাই জানত।''

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ল্যান্ডিংয়ে বড়সড় বিপত্তি

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২১ মেঃ আবারও বিমান দুর্ঘটনা। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নামার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে এই ঘটনাটি ঘটে। তবে পাইলটের বুদ্ধিতে বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। দিল্লি থেকে আসছিল বিমানটি। বিমানবন্দরে নামার পর যাত্রী ও বিমানকর্মীদের সুরক্ষিতভাবে বের করে আনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনাকে 'টেলস্ট্রাইক' বলা হয়। উড়ান শুরু করার সময় বা নামার মুহূর্তে বিমানের পিছনের অংশ রানওয়েতে ঘষা খেলে এমনটা হয়। এই ঘটনার পর বিমানের মূল কাঠামোয় কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না, তা ভালো করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ছিল 'এয়ারবাস এ-৩২০' মডেলের। তদন্ত ও পরীক্ষার জন্য বিমানটিকে আপাতত বেঙ্গালুরুতেই আটকে রাখা হয়েছে। এর ফলে বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লি যাওয়ার ফিরতি উড়ানটি বাতিল করতে হয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর এই বিমানসংস্থা জানিয়েছে, বিপাকে পড়া যাত্রীদের দ্রুত অন্য বিমানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাংলা থেকে এখনই যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা সিএপিএফ মোতায়েনের মেয়াদ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। ভোটের রেশ কাটলেও রাজ্যে যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা রুখতে আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রেখে দেওয়ার জন্য দিল্লির কাছে দাবি করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলায় আগামী ২০ জুন পর্যন্ত ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য সরকারের আবেদনটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের অক্টোবর পর্যন্ত বাহিনী রাখার দীর্ঘমেয়াদি দাবিকে মান্যতা না দিয়ে, কেন্দ্র আপাতত আগামী ২০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত এই ৫০০ কোম্পানি বাহিনী এ রাজ্যেই রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করেছে। এই ৫০০ কোম্পানির মধ্যে কোন বাহিনীর কত অংশ থাকবে, তারও এক নিখুঁত খতিয়ান দিয়েছে দিল্লি। জানা গিয়েছে, এই বাহিনীতে থাকবে সিআরপিএফ- ২০০ কোম্পানি, বিএসএফ- ১৫০ কোম্পানি, সিআইএসএফ- ৫০ কোম্পানি, আইটিবিপি- ৫০ কোম্পানি, এসএসবি- ৫০ কোম্পানি। তবে এই বাহিনী নিয়ে রাজ্য সরকারকে বেশকিছু নির্দেশও দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জানানো হয়েছে, এই ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন থাকাকালীন তাঁদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন, রসদ ও লজিস্টিকস, থাকার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আয়োজন সম্পূর্ণ নিজেদের খরচে ও দায়িত্বে সুনিশ্চিত করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। বাহিনীর অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী রাজ্যকে এই সমস্ত পরিকাঠামো দ্রুত সচল রাখার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে দিকে দিকে যেভাবে রাজনৈতিক অশান্তি, দলবদল এবং আইনশৃঙ্খলার একাধিক ইস্যু মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে নবান্ন চেয়েছিল অন্তত পুজোর মাস অর্থাৎ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর বর্ম দিয়ে রাজ্যকে মুড়ে রাখতে। কিন্তু দিল্লি আপাতত ২০ জুন পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র এক মাসের জন্য এই সুরক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল। ২০ জুনের পর বঙ্গে মোতায়েন থাকা এই বিশাল পরিমাণ আধাসামরিক বাহিনী তুলে নেওয়া হবে, নাকি রাজ্য সরকার আবার নতুন করে মেয়াদের আবেদন জানাবে - সেটাই এখন দেখার।

তিন সদস্যের সিট গঠন করে নতুন করে তদন্ত

নৈশভোজ থেকে শেষকৃত্য-কী হয়েছিল সেদিন? দেখা হবে খতিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আরজি কর মামলায় মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে ভিতরে সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল, সেই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি। ঠিক কোথায় ঘটেছিল অপরাধ? কেন পরিবারকে প্রথমে দেখতে দেওয়া হল না? এই সব নিয়ে ধোঁয়াশা তিলোত্তমার বাবা-মা গঠন করা হল আদালতের নির্দেশে। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ফের তদন্ত শুরু করবে সিট। ঘটনার দিন রাতের ডিনার থেকে শুরু করে মৃতদেহ দাহ এবং প্রমান লোপাট সহ সব বিষয়ের তদন্ত হবে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন সিবিআই-কে প্রশ্ন করেন, এক বছর সাত মাসে কী করেছেন? আপনাদের রিপোর্টে শুধু সিবিআই কী কী করেছে সেটা লেখা আছে। বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন

চেয়েছিলেন, আবারও শুরু হোক তদন্ত। এবার সেই নির্দেশই দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। সিবিআই এতদিন ধরে কী তদন্ত করেছে, রিপোর্টেই কী লেখা হয়েছে, সেই সব বিষয় উঠে আসে এদিন। আবার তদন্ত শুরু করা উচিত কি না, সেই বিষয় খতিয়ে দেখেন বিচারপতিরা। এই মামলার সামাজিক প্রভাব দেখেই ফের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিবিআই জয়েন্ট ডিরেক্টর (পূর্বাঞ্চল) সহ তিন আধিকারিককে নিয়ে সিবিআই সিট করেন, চার্জশিট জমা দেওয়ার পর ৭০-৮০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সেটা করে কী পেলেন? পুলিশি তদন্তে কিছু কিছু ত্রুটি হয়েছে, সেগুলি রিপোর্টে লেখা হয়েছে বলে জানান সিবিআই-এর আইনজীবী। বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, ডিনার থেকে শুরু করুন। ইন্সিডেন্ট পর্যন্ত। নিজেরাই যা যা ল্যাপস (গাফিলতি) পয়েন্ট আউট করেছেন সেগুলি নিয়ে ফের কাজ শুরু করুন। ফোকাস করুন ওই ল্যাপসগুলিতে। এখানে জনস্বার্থ জড়িত, তাই বেশ কিছু সিনিয়র অফিসাররা ফের ঘটনাস্থলে যাবেন বলেও জানিয়েছেন বিচারপতি।

বকেয়া ডিএ নিয়ে আলোচনা ৩০ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ গত সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন নিয়ে কার্যত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সপ্তম পে কমিশনে। কিন্তু রাজ্য মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে জানানো হয়েছে আগামী দিনে আলোচনা হবে। তবে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এবার সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর। জানা যাচ্ছে, আগামী ৩০ মে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা বা ডিএ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই নবান্নে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা ও ডিএ নিয়ে আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগঠনের মামলাকারী ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন মামলাকারী সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আগামী ৩০ মে নবান্নে বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভাস্কর আরও জানিয়েছেন, 'শুভেন্দুবাবু যেহেতু আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন, তাই আমরা আশাবাদী।'' একইসঙ্গে ডিএ নিয়ে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ তুলে গত সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তিনি। প্রসঙ্গত, বিজেপির সংকল্পপত্রে আগেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, রাজ্যে সরকার গঠন করলে ৪৫ দিনের মধ্যেই বাংলায় সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হবে। সেই প্রতিশ্রুতি মেনে সোমবারই দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারের তরফে জানানো হয় সপ্তম রাজ্য বেতন কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও ডিএ নিয়ে স্পষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি বলেই সূত্রের খবর। যার জেরে কার্যত কিছুটা মুষড়ে পড়ছিলেন সরকারি কর্মচারীরা। তবে এবার নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের খবরে আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা। ভাস্কর ঘোষ আরও জানিয়েছেন, এই বৈঠকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। বকেয়া মহার্ঘ ভাতার আন্দোলন ও বিভিন্ন প্রতিবাদে যুক্ত থাকার কারণে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বাড়ি থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে বেআইনিভাবে 'শাস্তিমূলক' বদলি করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার কারণে মনোবল ভাঙতেই এই 'প্রতিহিংসামূলক বদলি' করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। বদলি রুখতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে জানাতে পারে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

গ্রেফতারির আশঙ্কা!

এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ দেবরাজ-অদিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় আয়ের সঠিক তথ্য গোপন এবং আয় বহির্ভূত সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারেন-এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সি। আইনি রক্ষাকবচ পেতে হাই কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার অদিতির আইনজীবী, এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অদিতি মুন্সিকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, সব ঠিক থাকলে আগামী শুক্রবারই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীর আয় ও সম্পত্তির খতিয়ান দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু অদিতি মুন্সির পেশ করা হলফনামায় সম্পত্তির হিসেবে অসঙ্গতি ও বিপুল পরিমাণ আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন তৃণমূল প্রার্থী। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের মুখে এই আইনি জটিলতা রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণকে বেশ কিছুটা উত্তপ্ত করে তুলেছে। এখন শুক্রবার হাই কোর্ট তাঁকে কোনো অন্তর্বর্তী স্বস্তি দেয় কিনা, সেদিকেই নজর সবার। প্রসঙ্গত, ভোটের ১ দিন আগে অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। মনোনয়নে সঠিক তথ্য না দেওয়ায় অভিযোগ ওঠে। তরুণজ্যোতি তিওয়ারির অভিযোগ, অদিতি মুন্সির তাঁর মনোনয়নপত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য দেননি। তাঁর দাবি, অদিতি ও তাঁর স্বামী দেবরাজ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচুর জমি কিনেছিলেন। সেই জমির বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করা হয়নি মনোনয়নপত্রের কোথাও। চলতি বছরের ২৫ মার্চ তিনি একটা জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই জমির বিক্রয়মূল্যও মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করা হয়নি।

পহেলগাম হত্যাকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পাকিস্তান থেকেই! চার্জশিটে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল এনআইএ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ পহেলগাম জঙ্গি হামলার ষড়যন্ত্র পাকিস্তানেই হয়েছিল। নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল সেখান থেকে। সম্প্রতি জম্মুর বিশেষ এনআইএ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়ে এমনটাই অভিযোগ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের গুলিতে ২৬ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন পর্যটক, এক জন স্থানীয় বাসিন্দা। সেই ঘটনার পরেই জানা গিয়েছিল, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। সূত্রের খবর, এনআইএ তাদের চার্জশিটে জানিয়েছে, ঘটনার পরে প্রথম 'কাশ্মীর ফাইট' নামে এক সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই হামলার কথা স্বীকার করা হয়। তদন্তে জানা যায়, ওই টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। তদন্তে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট অফিশিয়াল' নামে আরও একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের কথা উঠে আসে। সেটিও রাওয়ালপিন্ডি থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো বলে দাবি করেছে এনআইএ। তদন্তে আগেই উঠে এসেছিল পাক-জঙ্গি সইফুল্লা ওরফে সাজিদ জাট ওরফে 'ল্যাংড়া'র নাম। এনআইএ চার্জশিটে জানিয়েছে, সে লস্করের সঙ্গে যুক্ত এবং পহেলগাম গণহত্যার মূলচক্রী। ল্যাংড়া লাহোর থেকে সরাসরি হামলাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। নির্দেশও দিয়েছিল তাদের। হামলার আগে ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল তিন জঙ্গি বৈসরন উপত্যকায় এসে রেকি করে গিয়েছিল। এনআইএ জানিয়েছে, তাদের নাম ফয়জল জাট ওরফে সুলেমান, হাবিব তাহির ওরফে ছোটু এবং হামজা আফগানি। হামলায় পারভেজ এবং বশির আহমেদ নামে দু'জন পাক জঙ্গিকে তারা সাহায্যও করেছিল বলেও জানিয়েছে এনআইএ। জঙ্গি হামলার পরে জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদের খোঁজে 'অপারেশন মহাদেব' শুরু করেছিল ভারতীয় সেনা। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ওই অভিযানে পহেলগাম গণহত্যার সঙ্গে জড়িত তিন জঙ্গিকে হত্যা করা হয়। তাদের কাছ থেকে যে মোবাইলগুলি পাওয়া গিয়েছিল, তার অন্তত দু'টি পাকিস্তানের কোনও এক জায়গা থেকে কেনা হয়েছিল। চার্জশিট অনুযায়ী, ওই দু'টি মোবাইলের মধ্যে একটি কেনা হয়েছিল অনলাইনে। তার পরে তা পাঠানো হয়েছিল লাহোরের 'কায়েম-ই-আজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট'-এর একটি ঠিকানায়। অন্য মোবাইলটি কেনা হয়েছিল করাচির কোনও এক এলাকা থেকে।

'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য, দেশ ছাড়তে পারবেন না অভিষেক, রক্ষাকবচ দিয়েও কড়া বার্তা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ নির্বাচনী প্রচারে উস্কানিমূলক মন্তব্যের মামলায় ৩০ জুলাই পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে আপাতত আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যেতে পারবেন না অভিষেক এমনটাই জানানো হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল আরামবাগে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, ''আমি উদার নই। ৪ তারিখ দেখব দিল্লির কোন বাবা বাঁচায়।'' ফল ঘোষণার পর অভিষেকের এই মন্তব্য উস্কানিমূলক এই মর্মে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানায়। এদিন সেই মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন অভিষেকের বক্তব্য ছিল 'দায়িত্বজ্ঞানহীন'। তবে আপাতত ৩০ জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ পাচ্ছেন অভিষেক। বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হবে আদালতের। পাশাপাশি, আদালতের তরফে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, অভিষেক যেন সশরীরে হাজিরা দিয়ে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। পাশাপাশি, তৃণমূল সাংসদকে তলবের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে। তবে হাইকোর্ট অভিষেকের ভার্চুয়ালি হাজিরার ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়নি। মামলার পরবর্তী শুনানি ২০ জুলাই। উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে উস্কানিমূলক মন্তব্য এবং ডিজে বাজানো সংক্রান্ত মন্তব্যের অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। জানা গিয়েছিল, এই এফআইআর-এ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে করা মন্তব্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরের দিন অর্থাৎ ৫ মে বাগুইআটির থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান রাজীব কুমার নামক ওই ব্যক্তি। নির্বাচন চলাকালীন উস্কানিমূলক বক্তব্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে, পাঁচটি ধারায় এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। এফআইআর অনুযায়ী, রাজীবের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা ও নির্বাচনী প্রচারের সময় উস্কানিমূলক, ভযপ্রদর্শনকারী এবং উত্তেজক ভাষণ দেন। যা নাকি হিংসা উসকে দেয়, শত্রুতা বৃদ্ধি করে এবং জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, এই ধরনের বক্তব্য 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অফিসিয়াল' নামের ফেসবুক পেজ-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়। অভিযোগে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ সময়কালে মহেশতলা, আরামবাগ, হরিণঘাটা এবং নন্দীগ্রামের সভাগুলিতে দেওয়া ভাষণ, যেখানে অভিযুক্ত নাকি বিরোধী দলের কর্মীদের হুমকি দেন এবং এমন আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন যা জনঅশান্তি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ১৯২/১৯৬/৩৫১(২)/৩৫৩(১)(সি) ধারায় এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ধারা ১২৩(২) ও ১২৫-এ মামলা রুজু করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জামিন অযোগ্য ধারা।

বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২১ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার সকালে বেলুড় মঠ পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদর দফতরে যান। তাঁর সফর ঘিরে এদিন মঠ চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সঙ্গে ছিল ভক্তদের ব্যাপক ভিড়।মঠে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দেন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত কক্ষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্দির এবং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মন্দিরে প্রণাম জানান। এরপর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে উত্তরীয়, প্রসাদ ও স্মারক উপহার দিয়ে স্বাগত জানান।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মানবসেবার দর্শন তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। রাজ্যের শান্তি, উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার শক্তি অর্জনের জন্যই তিনি বেলুড় মঠে আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

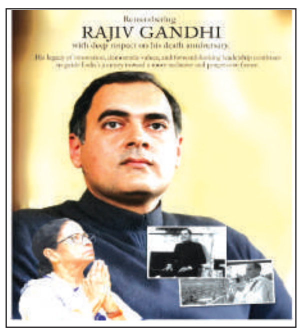

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ মেঃ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের অফিসিয়াল পেজে রাজীব গান্ধীর একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছি। উদ্ভাবনী ভাবনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বের যে উত্তরাধিকার তিনি রেখে গিয়েছেন, তা আজও ভারতকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়।প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর দেশের প্রধানমন্ত্রী হন রাজীব গান্ধী। মাত্র ৪০ বছর বয়সে ভারতের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর আমলেই দেশে টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সূচনা হয় বলে মনে করা হয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, ভোটদানের বয়স ২১ থেকে ১৮ বছরে নামিয়ে আনা এবং প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ভারতের ধারণাকে সামনে আনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করে। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত হন রাজীব গান্ধী। তাঁর মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতিতে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করেছিল।

ঝাড়খণ্ডে অস্ত্র-সহ ২৫ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রাঁচি, ২১ মে ঃ ঝাড়খণ্ড সরকারের নিজস্ব পুনর্বাসন প্যাকেজ 'অপারেশন নবজীবন'-এর ডাকে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার অস্ত্র-সহ ২৫ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করল। এরা সকলে সারান্ডার জঙ্গলে নিজেদের কার্যকলাপ চালাত। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের আরেক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি পরিষদের ২ জন আত্মসমর্পণ করেছে।এদের সকলের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।জানা গেছে, ২৫ জনের মধ্যে মোট ১৩ জন সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের সাধারণ

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলির শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা আরক্ষা সংবাদপত্রের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে নবীন আইএএস আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সততা-সংবেদনশীলতা-স্বচ্ছতার বার্তায় দিকনির্দেশ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ মেঃ প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম সারিতে সদ্য প্রবেশ করা ২০২৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সঙ্গে। নবীন আমলাদের এই সৌজন্য সাক্ষাৎ পরিণত হল এক গভীর নৈতিক ও প্রশাসনিক দিকনির্দেশনার মঞ্চে, যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক দায়িত্ব, জনস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সততার সম্পর্কের নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন।রাষ্ট্রপতি ভবনের সেই আনুষ্ঠানিক পরিবেশে উপস্থিত নবীন আইএএস আধিকারিকদের ছিলেন ভবিষ্যতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য স্তম্ভ। তাঁদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য রাখেন, তা শুধু প্রথাগত শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা হয়ে ওঠে প্রশাসনিক নৈতিকতার একটি বিস্তৃত রূপরেখা। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, প্রশাসনিক জীবনের মূল ভিত্তি হবে নিরপেক্ষতা, আর সেই নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়েই একজন আধিকারিকের সততা সর্বাধিকভাবে প্রতিফলিত হয়।২০২৪ ব্যাচের Indian Administrative Service আধিকারিকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁদের দায়িত্ব শুধু নীতিমালা বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেই নীতিমালার পেছনে থাকা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে সংবেদনশীলতার কথা-যা তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।রাষ্ট্রপতির মতে, একজন প্রশাসনিক আধিকারিকের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে তাঁর স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। স্বচ্ছতা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক গুণ নয়, বরং এটি জনগণের আস্থার ভিত্তি। একই সঙ্গে ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে যে প্রশাসন কোনও পরিস্থিতিতেই স্থবির হয়ে পড়ে না এবং নাগরিক পরিষেবার প্রবাহ অব্যাহত থাকছে।তিনি আরও বলেন, আধিকারিকদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত আচরণের মধ্যে যে সততা প্রতিফলিত হয়, সেটিই তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি তৈরি করে। রাষ্ট্রপতির মতে, একজন আইএএস আধিকারিকের সবচেয়ে বড় শক্তি তাঁর নৈতিক সাহস-যা তাঁকে জনস্বার্থে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, এমনকি যখন পরিস্থিতি কঠিন বা চাপপূর্ণ হয়।এই বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক দায়িত্বকে শুধুমাত্র কাঠামোগত কাজ হিসেবে না দেখে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আধিকারিকদের উচিত যুক্তি এবং সহানুভূতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত অনেক সময় মানবিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারে, আবার অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা প্রশাসনিক

ইবোলা আতঙ্কে মাঝআকাশেই ঘুরল বিমান, কানাডায় নামানো হল এয়ার ফ্রান্সের উড়ান

ওয়াশিংটন, ২১ মে ঃ ইবোলা আতঙ্কে মাঝআকাশ থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল এয়ার ফ্রান্সের একটি যাত্রিবাহী বিমান। প্যারিস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট (মিশিগান) -এর উদ্দেশে রওনা হওয়া এয়ার ফ্রান্সের উড়ানকে শেষ পর্যন্ত কানাডার মন্ট্রিয়ালে নামানো হয়।জানা গেছে , বিমানে থাকা এক যাত্রী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর নাগরিক বলে জানা যাওয়ার পরেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। সম্প্রতি ইবোলার প্রাদুর্ভাব ঘিরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে কঙ্গো-সহ কয়েকটি আফ্রিকান দেশের যাত্রীদের উপর। অভিযোগ, সেই নিয়ম মেনে চলা হয়নি এবং ভুলবশত ওই যাত্রীকে আমেরিকাগামী বিমানে উঠতে দেওয়া হয়েছিল।মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষার (সিবিপি)-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এটি এয়ার ফ্রান্সের ভুল। ইবোলা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী ওই যাত্রীর বিমানে ওঠার অনুমতি পাওয়া উচিত ছিল না। সেই কারণেই উড়ানটিকে ডেট্রয়েটে নামতে দেওয়া হয়নি এবং পরে সেটিকে মন্ট্রিয়লের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, প্যারিসের শার্ল দ্য গল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছাড়া এয়ার ফ্রান্সের বিমান ৩৭৮ স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ মন্ট্রিয়লের ট্রুডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তবে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তাঁর মধ্যে ইবোলার উপসর্গ ছিল কি না, তাও স্পষ্ট নয়। এছাড়াও, বিমানের অন্য যাত্রীদের নিয়ে পরে সেটি ডেট্রয়েটের উদ্দেশে রওনা হয়েছে কি না, সেই বিষয়েও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, মার্কিন প্রশাসন সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, যাঁরা বিগত তিন সপ্তাহে কঙ্গো, উগান্ডা বা দক্ষিণ সুদান সফর করেছেন এবং যাঁদের কাছে মার্কিন পাসপোর্ট নেই, তাঁদের আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলি থেকে আসা সব উড়ানকে ভার্জিনিয়ার ওয়াশিংটন-ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামতে হবে এবং সেখানেই যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।গত ১৫ মে পূর্ব কঙ্গোয় নতুন করে ইবোলার প্রাদুর্ভাবের কথা নিশ্চিত করে আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেয়াসুস বুধবার জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬০০টি সংেদহভাজন সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে এবং ১৩৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। মার্কিন স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে, এই নতুন সংক্রমণ ' বুন্ডিবুগিওস্ট্রেন'-এর সঙ্গে যুক্ত। এই স্ট্রেনের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও অনুমোদিত টিকা বা নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলার

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২১মেঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টার ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেঝেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

রাজীব গান্ধীর ৩৬ তম প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ ২১ শে মে । ১৯৯১ সালের আজকের দিনে ভারতের তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে প্রয়াত হন তিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ও কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী, যিনি খুব অল্প বয়সেই দেশের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, বরং এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি ভারতের ভবিষ্যতকে আধুনিক ও উন্নত রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। দেশের প্রযুক্তি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে।১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুরে নির্বাচনী প্রচারের সময় এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ভয়াবহ ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই নিভে যায় এক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর দেশ গড়ার স্বপ্ন । এই মর্মান্তিক ঘটনা শুধু তাঁর পরিবার বা রাজনৈতিক দলের জন্য নয়, পুরো দেশের মানুষের হৃদয়ে গভীর আঘাত করেছিল। দেশের মানুষ সেই দিন একজন নেতাকে নয়, বরং এমন একজন মানুষকে হারিয়েছিল যিনি নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন।রাজীব গান্ধীর সময়ে ভারতে টেলিকম ও কম্পিউটার ব্যবস্থার উন্নয়নের যে সূচনা হয়েছিল, তা আজকের আধুনিক ভারতের অন্যতম ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের আসল শক্তি হল তরুণ প্রজন্ম, তাই যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সবসময় নতুন ভাবনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা ও কাজ আজও মানুষের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।সময়ের সাথে অনেক কিছু বদলে গেলেও দেশের জন্য তাঁর অবদান কখনও ভোলার নয়। একজন মানুষ হয়তো চলে যান, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা, স্বপ্ন এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা চিরকাল মানুষের মনে বেঁচে থাকে।আজ তাঁর ৩৬ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। বাংলার জনপ্রিয় সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে এবং দুরন্ত বার্তা পত্রিকার একজন সাংবাদিক হিসেবে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর সেই সাথেতাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে সবার হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রার্থনা করি। দেশের এক তরুণ প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণ দিবসে বারে বারে মনে পড়ে যায় -যার অমর স্থান প্রেমের আসনে, ক্ষতি তাঁর ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।

শুরু ষোড়শ অসম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন, বিধায়ক পদে শপথ হিমন্তবিশ্ব সহ ১২৬ জন নবনির্বাচিত সদস্যের

গুয়াহাটি, ২১ মে ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ষোড়শ অসম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। চারদিনব্যাপী চলমান অধিবেশনটি ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন। এদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যের ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশনের কার্যসূচির সূচনা হয়।শপথ কার্যক্রম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটেম স্পিকার চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি নবনির্বাচিত সদস্যদের জানান, তাঁরা নিজেদের পছন্দের যে কোনও স্বীকৃত ভাষায় শপথ নিতে পারবেন। তাঁরা নিজেদের শপথপত্র বিধানসভা কার্যালয়ে জমা দিতে পারেন।মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে দিয়ে শুরু হয় শপথগ্রহণ পর্ব। তিনি অসমিয়া ভাষায় শপথ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পর বিভিন্ন দলের ১২৫ জন নবনির্বাচিত সদস্য অসমিয়া, বাংলা, বড়ো এবং সংস্কৃত ভাষায় বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ করেছেন।প্রসঙ্গত, ২৬-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের বিপুল জয়ের পর এই শপথ গ্রহণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি, অগপ এবং বিপিএফকে নিয়ে গঠিত জোট ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় ১০২টি আসন দখল করে।বিজেপি ৮২, শরিক অসম গণ পরিষদ (অগপ) এবং বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ ১০টি করে আসনে জয়লাভ করে। বিরোধী শিবিরে কংগ্রেস ১৯টি আসন এবং রাইজর দল বিজয়ী হয়েছে দুটি আসনে। এআইইউডিএফ এবং তৃণমূল কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথাক্রমে দুই এবং একটি আসন লাভ করে।

ভোট পরবর্তী অশান্তি রুখতে বাংলায় ২০ জুন পর্যন্ত থাকছে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ মে ঃ ভোট মিটলেও এখনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরছে না কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। নির্বাচন পরবর্তী অশান্তি রুখতে এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আগামী ২০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বাংলায় ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ২০ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে পাঠানো এক ফ্যাক্স বার্তায় এই সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজি-কে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত ১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর কেন্দ্রের কাছে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বাহিনী রাখার আবেদন জানিয়েছিল। তবে কেন্দ্র আপাতত জুন মাস পর্যন্ত অনুমোদন দিয়েছে।মোতায়েন থাকা বাহিনীর মধ্যে থাকছে ২০০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ১৫০ কোম্পানি বিএসএফ, ৫০ কোম্পানি সিআইএসএফ, ৫০ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ৫০ কোম্পানি এসএসবি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বাহিনীর আবাসন, যাতায়াত, পরিবহন ও অন্যান্য লজিস্টিকস সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হবে।ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোট পরবর্তী সম্ভাব্য হিংসা ও অশান্তি রুখতে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২২ শে মে সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রাণপুরুষ ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের শুভ জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়াঃভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রাণপুরুষ ছিলেন - রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭২ সালের ২২শে মে খানাকুলের রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামমোহন রায়। ভারতে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো আনার পাশাপাশি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতাপে লড়াই করেছিলেন। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সর্বক্ষেত্রে আপামোর ভারতবাসীকে আধুনিকতার পাঠ দিয়েছিলেন - রামমোহন রায়।তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্মসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন । ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। তিনি একেশ্বর উপাসনার পথ দেখানোর জন্য আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করে। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে এবং নারীর অধিকার রক্ষার নিমিত্ত ও একেশ্বরবাদের প্রচার করার জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি ছিলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী যোদ্ধা। ভারতীয় শিক্ষা জগতের এক পথিকৃ। বাংলা গদ্য ও ভারতীয় সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শক।তাঁর প্রগতিশীল ধারণা এবং আধুনিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার কারণে তাঁকে আধুনিক ভারতের জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল - নিষ্ঠুর ও বর্বর সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করা।ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রাচীন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। ২২ শে মে আধুনিক ভারতের জনক ও নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের শুভ জন্মদিনে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক-জাতিকার জন্য এমন ঘটনা ঘটবে যা মনোবল ভেঙে দেবে । কর্মক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা বিপত্তি আসতে চলেছে ।
বৃষঃ আজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃ রাশির জন্য অপ্রয়োজনীয় তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে না পড়লেই মঙ্গল হতে পারে । অন্যের সঙ্গে সম্প্রীতি মূলক আচরণ করতে হবে এই সময়ে । শুভ দিন হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃআপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন।।
সিংহঃযে সমস্যা আপনাকে ঝামেলায় ফেলছে তা সমাধান করার জন্য আপনার বুদ্ধির বিচক্ষণতা এবং কূটনীতি প্রয়োজন। শুভ দিন হবে
কন্যাঃ জাতক-জাতিকার জন্য আয়ের বিষয়ে স্বচ্ছতা রাখতে হবে । মানসিক ক্লান্তি দূর হবে সহজেই ।
তুলাঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে এক সুষম আহার নিন।
ধনুঃ ধনু রাশির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে । যে যে কাজ এবার মেটানোর সেই সমস্ত কাজ মিটিয়ে নিতে হবে । আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
কুম্ভঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত।। অর্থ ব্যয়।
মীনঃমীন রাশির জন্য বৃহস্পতিবার বেশ কিছু উদ্বেগ দেখা দিতে পারে । নতুন কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে কোনও রকমের বাসনা থাকবেনা ।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গবাসীর জন্য এখনই স্বস্তির কোনও খবর নেই। আন্দামান সাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনার কথা আবহবিদরা শুনিয়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। ইতিমধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বাতাস (বর্ষা) ঢুকে প।ার ফলে নতুন করে কোনও নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। ফলে, দিন কয়েকের টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গ যে কিছুটা স্বস্তি পাবে, সেই আশা আপাতত নেই। আগামী কয়েক দিন আর্দ্রতাজনিত প্রচণ্ড অস্বস্তি কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে বজায় থাকবে।বুধবার বিকেলের দিকে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বইলেও, তা সাময়িক স্বস্তি ছা।। স্থায়ী কোনও সমাধান দিতে পারেনি।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ রবীঃদ্র গোয়েঙ্কার মতে, এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো জোরালো কালবৈশাখী অথবা বেশ কয়েক ঘণ্টার টানা বৃষ্টি। কিন্তু সেই পরিস্থিতি কবে আসবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনও উত্তর আপাতত আলিপুর আবহাওয়া দফতরের কাছে নেই। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এবং আকাশে মেঘের আস্তরণ-এই দুইয়ের জোড়া ফলায় জেরবার দক্ষিণবঙ্গ। মেঘের স্তর ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণে বাধা দিচ্ছে এবং জলীয় বাষ্প শরীরের ঘাম বাতাসে মিশতে দিচ্ছে না। তার ওপর বাতাসের অতি ধীর গতি (বুধবার দুপুরে ঘণ্টায় মাত্র ৪ কিমি) পরিস্থিতিকে আরও দমবন্ধকর করে তুলেছে। সব মিলিয়ে, তীব্র গরম আর ঘর্মাক্ত এই দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে এখন একমাত্র প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিই শেষ ভরসা দক্ষিণবঙ্গের।উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী তিনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবারও উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার ও সোমবার জলপাইগুড়ি এবং আলি পুরদুয়ারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৪ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১ টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে।

প্রাণে বাঁচলো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপ্রাণী মেছো বিড়াল

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ২০ মেঃ আবারো মেছোবিড়ালে চিতাবাঘ আতঙ্ক, আবারো সচেতনতার অভাবে আমাদের রাজ্যপ্রাণীকে নিয়ে ধোঁয়াশা, তাকে বাঘ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে মেরে ফেলার উদ্যোগ। কিন্তু সময়মত খবর পেয়ে মেছোবিড়ালটিকে প্রাণে বাঁচিয়ে নজির সৃষ্টি করল হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সক্রিয় পরিবেশকর্মীরা। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুর ব্লকের উত্তর চাঁদচক গ্রামে শীতলা মন্দিরের পাশে, সেখানে রাতের অন্ধকারে তপন বরের বাড়িতে একটি মেছোবিড়াল অসুস্থ হয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসেছিল। নিভৃতে, সকলের অজান্তে। সকাল ন'টা নাগাদ বিশেষ শব্দ ও নড়াচড়া দেখে বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারেন কোন বন্য জন্তু বাড়িতে ঢুকেছে। একটু উঁকি মেরে দেখে ওনারা ভাবেন ওনাদের বাড়িতে চিতা বাঘের মত কিছু একটা আছে। দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে যায় গুজব, রটে যায় ঘরে চিতাবাঘ ঢুকেছে। মারবার জন্য জমায়েত হতে থাকে গ্রামবাসীর। এই রকম পরিস্থিতি দেখে স্থানীয় রমেন আদক নামক এক সুহৃদয় ব্যক্তি হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের উদয়নারায়ণপুর ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর সুমন চক্রবর্তীকে ফোন করেন। সুমন বনবিভাগের স্থানীয় আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় এবং বন বিভাগের কর্মীদের সাহায্য নিয়ে বাঘরোলটিকে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসীদের অসচেতনতার কারণে সেটিকে মেরে ফেলার উদ্যোগকে প্রতিহত করেন তারা। সুমনের সঙ্গে ছিলেন পরিবেশ মঞ্চের সদস্য রাকেশ মাখাল সহ আরো অনেকে। এসে পড়ে আরো পরিবেশ কর্মীরা। সকলে মিলে গ্রামবাসীদের বোঝান - এটি কোন চিতাবাঘ নয়। এটা নিছকই নিরীহ বন্যপ্রাণী মেছোবিড়াল যা এলাকার সাপ ব্যাঙ ইঁদুর খেয়ে পরিবেশের উপকার করে। অনেক বোঝানোর পরে বনবিভাগ মেছো বিড়ালটিকে নিয়ে চলে আসে এবং যেহেতু এটি অসুস্থ ছিল তাই তার চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গড়চুমুক মিনি জু-তে। বনবিভাগের সহযোগিতা ও হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্যদের তৎপরতায় আবারো বাঁচানো গেল হাওড়া জেলায় বিপন্নপ্রায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপ্রাণী মেছোবিড়ালকে।

'মদের আড়ালে মধুচক্র !' নাবালিকাদের দিয়ে দেহব্যবসার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ২১ মে ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ মদের দোকানের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল মধুচক্রের আসর; এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় মহিলারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন এলাকা। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তগোয়া টুদ নামের একটি বার। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে ওই বারে প্রকাশ্যে মদের ব্যবসার পাশাপাশি গোপনে চালানো হচ্ছিল অসামাজিক কার্যকলাপ। শুধু তাই নয়, নাবালিকা মেয়েদের ব্যবহার করে সেখানে মধুচক্র চালানো হতো বলেও অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসীরা। অভিযোগ, ঘন্টাপ্রতি ২ থেকে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘর ভাড়া দেওয়া হতো, আর বারের পিছনে ছোট ছোট কুঠিরের মতো ঘরে চলত সেই বেআইনি কারবার। এলাকার মহিলাদের দাবি, প্রথমে শুধুমাত্র মদের কাউন্টার ছিল। ধীরে ধীরে সেখানে বার খোলা হয় এবং এরপর থেকেই বাড়তে থাকে অসামাজিক কার্যকলাপ। অভিযোগ, বাইরে থেকে অল্পবয়সী মেয়েদের এনে মদ্যপান করিয়ে পরে ঘর ভাড়া দেওয়া হতো। অথচ সাধারণ পরিবাররা ঘর ভাড়া চাইলে তা দেওয়া হতো না বলেও দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতাপ ঘোষ নামে এক যুবক ও তাঁর ভাগ্নে ওই এলাকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দু'জন যুবতীকে বারের ভিতরে ঢুকতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ভিতরে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। সেই সময় বারের কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাধে, যা পরে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, ওই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা ও যুবকেরা। ঝাঁটা হাতে বারে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। পরে বারের গেট ও মদের দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয়রাই। মুহূর্তে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সামগ্রিক ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট থেকে আচমকাই উধাও ! বিতর্ক ছড়াতেই ফের ফিরিয়ে আনা হল ববির ছবি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মে ঃ কলকাতা পৌরনিগমে ডামাডোল পরিস্থিতি। বরো চেয়ারম্যান দেবলীনা বিশ্বাসের পদত্যাগের রেশ কাটতে না কাটতেই আচমকা বদলি করে দেওয়া হল পুরসভার সচিবকে। আর এই চরম উত্তেজনার আবহেই এবার কলকাতা পুরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে আচমকা উধাও হয়ে গেল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ছবি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা শুরু হয়। তবে কি কলকাতার মেয়র পদ ছাড়ছেন ফিরহাদ হাকিম? নাকি এর পেছনে রয়েছে দলের কোনও কঠোর বার্তা? জল্পনা বাড়তেই বিতর্ক। তারপরই কমিশনার অফিস থেকে নির্দেশ যেতেই তড়িঘড়ি মেয়রের ছবি আবার ওয়েবসাইটে ফিরিয়ে আনা হয়। রাজনৈতিক ও পুরসভা সূত্রে খবর, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০২টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে রয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিপর্যয়ের পর থেকেই পুরসভার কাজের ওপর ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিশেষ করে, তিলজলায় বুলডোজার চালানো থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিতে নোটিস পাঠানোর মতো একাধিক স্পর্শকাতর বিষয়ে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরসভা ও মেয়রের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দলীয় সূত্রের দাবি, নেত্রীর এই বারবার ক্ষোভ প্রকাশে অত্যন্ত বিরক্ত খোদ ফিরহাদ হাকিমও। তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে নিজেকে 'ব্যর্থ মেয়র' হিসেবে দাবি করেছেন এবং এই পদ আর আঁকড়ে ধরে রাখতে চান না বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার আচমকা পুরসভার ওয়েবসাইটের ডানদিকের ওপরে থাকা মেয়রের ছবি উধাও হয়ে যাওয়ায় জল্পনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই ঘটনার পেছনে মূলত দু'টি সম্ভাবনা দেখছেন। প্রথমত, ক্ষুব্ধ মেয়র নিজেই হয়তো ওয়েবসাইট থেকে তাঁর ছবি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যে বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায় আসায়, আইনি ও প্রশাসনিক রদবদলের জেরে কমিশনার ও মেয়রের টানাপোড়েনে এই ছবি সরানো হয়েছে, যা এক নতুন সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিকে বরো চেয়ারম্যানের ইস্তফা, অন্যদিকে পুর-সচিবের আকস্মিক বদলি এবং মেয়রের ছবি উধাও; সব মিলিয়ে কলকাতা পুরসভার রাশ কার হাতে, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

'গরুর গড় আয়ুই ১৫ বছর, তাছাড়া আইনও কার্যকর ছিল না', পশুজবাই নির্দেশিকা নিয়ে হাইকোর্টে প্রশ্ন বিকাশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মে ঃ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৫০ সালের প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই আইনের অধীনে প্রশাসনের লিখিত অনুমতি এবং ১৪ বছরের ঊর্ধ্বের বা স্থায়ীভাবে অক্ষম পশুর শংসাপত্র ছাড়া গবাদি পশু জবাই করা যাবে না, রাজ্যের এমন নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করেই বকরি ইদের মুখে তৈরি হয়েছে তীব্র আইনি জটিলতা। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা রুজু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই মামলাগুলির শুনানিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে বিবিধ আইনি, সামাজিক ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত সওয়াল-জবাব উঠে আসে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ও রাজ্যের অবস্থান রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র ১৪ বছরের বেশি বয়সী কিংবা স্থায়ীভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম গবাদি পশুই জবাইয়ের জন্য 'উপযুক্ত' বলে বিবেচিত হবে। এর বাইরে কোনও গবাদি পশু হত্যা করা যাবে না এবং মাংস কাটার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য প্রাণিসম্পদ দফতরের লিখিত অনুমতি বাধ্যতামূলক। শুনানি চলাকালীন অন্যতম মামলাকারী সংগঠন 'জমিয়ত ই-উলেমা'-র আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, কোনও আইন যদি দীর্ঘ দিন ধরে কার্যকর না করা হয়, তবে তার কার্যকারিতা নিজে থেকেই ক্ষীণ হয়ে যায়। তবে এই যুক্তি খারিজ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে বলে, ''এই আইনটি সমাজে কার্যকর ছিল বলেই তো তা নিয়ে এতগুলি মামলা দায়ের করার প্রয়োজন হল। তা ছাড়া প্রতি বছরই এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে এসেছে। ফলে আইনটি কার্যকর ছিল না, এমন দাবি করা ন্যায্য নয়।'' পশু জবাইয়ে 'পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা'র দাবি জনস্বার্থ মামলাকারী রামকৃষ্ণ পালের আবেদন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। তিনি আদালতে দাবি করেন, রাজ্যে গরু জবাই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হোক। শুধু তাই নয়, সব ধরনের পশু জবাইয়ের ওপরেই আদালতের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। তাঁর যুক্তি, বকরি ইদের নামে নিরীহ ও অবলা পশুদের হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দু ধর্মীয় আচারে 'বলিদান' শব্দের প্রকৃত অর্থ কোনও পশুকে হত্যা করা নয়, বরং নিজের ভেতরের পশুসুলভ প্রবৃত্তিকে দমন করা। পরিকাঠামোর অভাব ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অন্য এক মামলাকারী মহম্মদ জাফর ইয়াসনি প্রশাসনের এই নির্দেশিকার বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। তাঁর পক্ষে আদালতে জানানো হয়, স্পষ্ট নির্দেশিকার দাবি ইদের কোরবানির বিষয়ে প্রশাসন স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করুক এবং সরকার অনুমোদিত বৈধ জবাইখানার তালিকা প্রকাশ করা হোক, যাতে সাধারণ নাগরিকেরা কোনও রকম বেআইনি হয়রানির শিকার না হন।

টলিপাড়ার অস্থিরতায় দুই বিধায়কের দুই মুড, বদলের বার্তা একটাই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মে ঃ দুর্নীতি অনেক আগেই শিকড় ছড়িয়ে ফেলেছিল টলিপাড়ার অন্দরে। ব্যান কালচার, হুমকি, লবিবাজি, কাজ কেড়ে নেওয়ার ভয়; ফেডারেশনের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছে অসংখ্যবার, কিন্তু সমাধান যেন ইচ্ছে করেই চাপা হয়েছে। আদালতের লড়াই, বন্ধ দরজার বৈঠক, অসহযোগিতা, মামলা;সব কিছুর মধ্য দিয়েই বছরের পর বছর কেটেছে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির। অথচ অভিযোগ ছিল একটাই; কিছু 'প্রভাবশালীদের' দাপটে দমবন্ধ হয়ে আসছিল স্টুডিয়োপাড়ার পরিবেশ। এই পরিস্থিতির মাঝেই কয়েক দিন আগে টলিউড নিয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উচ্চপর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল; তভয়মুক্ত হয়ে কাজ করুন।দ এই কয়েকটি শব্দই যেন দীর্ঘদিন ধরে চেপে রাখা ক্ষোভ আর অপমানের ভিত নাড়িয়ে দেয়। কারণ ইন্ডাস্ট্রির একাংশের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে কাজের সুযোগ, সিদ্ধান্ত, সংগঠনের ক্ষমতা;সব কিছুই নাকি আটকে ছিল এক অদৃশ্য দাদাগিরির বলয়ে। আর সেই জমাট পরিস্থিতি ভাঙতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে চার তারকা বিধায়কের হাতে; রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায় এবং পাপিয়া অধিকারীর উপর। এবার তাঁরা শুধু অভিনেতা নন, টলিপাড়ার দীর্ঘদিনের অস্থিরতা এবং ক্ষোভ সামাল দেওয়ার মুখও। 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'-এর প্রভাব আর আতঙ্কে যখন কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল টলিউডের একাংশ, ঠিক তখনই রাজনৈতিক পালাবদলের পর গত বুধবার যেন বিস্ফোরিত হল বহু বছরের জমে থাকা রাগ, অপমান আর ভয়। আর সেই ক্ষোভের মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুই বিধায়ক; টালিগঞ্জের পাপিয়া অধিকারী এবং শিবপুরের রুদ্রনীল ঘোষকে। তাঁদের সামনে অভিযোগের পর অভিযোগ। কেউ কাজ হারিয়েছেন, কেউ নীরবে অপমান সহ্য করেছেন, কেউ আবার রাতারাতি 'ব্যান' হয়ে গিয়েছেন। কেউ প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস পাননি, কেউ আবার চুপচাপ ভেঙে পড়েছেন ভিতরে ভিতরে। স্টুডিয়োপাড়ার করিডরে করিডরে ঘুরে বেড়িয়েছে একটাই শব্দ; ভয়। আর সেই ভয়কেই যেন সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল বুধবারের দিন। সকালে টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োর ভিতরে যখন পা রাখলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক তথা অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, তখন শুধু রাজনৈতিক পালাবদলের আবহ নয়, একটা জমাটবাঁধা ক্ষোভও যেন সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল স্টুডিয়োয়। সামনে শিল্পী, টেকনিশিয়ান, কলাকুশলী। বহু মুখে বহু বছরের না বলা কথা। আর সেই মঞ্চেই দাঁড়িয়ে পাপিয়ার স্পষ্ট ঘোষণা; 'বিশ্বাস ব্রাদার্সের জমানা শেষ। অরূপ-স্বরূপের দাদাগিরি আর চলবে না। এবার সবাই খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিন।' টলিপাড়ার অন্দরমহলে দীর্ঘদিন ধরেই ফিসফাস ছিল, সুযোগ থেকে সিদ্ধান্ত; সব কিছুতেই নাকি এক নিয়ন্ত্রণ! কার কাজ হবে, কে বাদ পড়বেন, কে স্টুডিয়োয় ঢুকবেন, আর কে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন; সেই অভিযোগ ঘুরেছে বহু বছর। সেই আবহেই পাপিয়ার হাতে দেখা গেল গঙ্গাজলের বোতল। ফেডারেশনের অফিসে ছিটিয়ে দিলেন গঙ্গাজল। তাঁর কথায়, তশুদ্ধিকরণ করব বলেই এনেছিলাম। আজ চারপাশটা শুদ্ধ হল।দ রাজনৈতিক প্রতীক হোক বা আবেগের বহিঃপ্রকাশ; মুহূর্তটা ছিল সিনেমার দৃশ্যের মতোই নাটকীয়।

তৃণমূল নেতার বাড়ির কাছেই ঝোপ থেকে উদ্ধার ৩টি হাত কামান ও বারুদ, গোঘাটে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২১ মে ঃ হুগলি গোঘাটে তৃণমূল নেতার বাড়ির অদূরবর্তী ঝোপ থেকে তিনটি হাত কামান এবং মাটি খুঁড়ে বারুদ ভর্তি বস্তা উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলি জেলার গোঘাট-২ ব্লকের পশ্চিমপাড়া পঞ্চায়েতের ঝরিয়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার গোঘাট থানার পুলিশ এই বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র সদৃশ সামগ্রী উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গোঘাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা পশ্চিমপাড়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ফরিদ খানের বাড়ি থাকায় বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ঝোপের ভিতর লুকোনো অবস্থায় থাকা হাত কামান উদ্ধারের পাশাপাশি পাশের জায়গায় মাটি খুঁড়ে বারুদ ভর্তি বস্তা পাওয়ায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় ঝোপের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পড়ে থাকতে দেখে তারা খনন কাজ শুরু করে। এরপরই একে একে তিনটি হাত কামান এবং একটি বস্তায় ভর্তি বারুদ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের গ্রাম থেকে সাধারণ মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীও সতর্ক অবস্থানে রাখা হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো এলাকা ঘিরে রেখে আরও তল্লাশি চালানো হচ্ছে যাতে কোথাও আরও কোনো বিস্ফোরক বা আগ্নেয়াস্ত্র মজুত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এলাকায় ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের অস্ত্র ও বারুদ মজুত করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার একাংশে দাপট বজায় রেখে ফরিদ খান ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা নানা ধরনের চাপ ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে এসেছে। ভোট বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে এইসব মজুত অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারত বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শাসকদলের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও স্থানীয় নেতৃত্ব বিষয়টি রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদিকে, ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এত কাছাকাছি এলাকায় এই ধরনের বিস্ফোরক মজুত থাকতে পারে তা তারা কল্পনাও করেননি। পুলিশ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং কে বা কারা এই মজুতের সঙ্গে জড়িত, তা জানতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় গোঘাট জুড়ে এখনো চাপা উত্তেজনা ও নিরাপত্তা বজায় রয়েছে।

এসআইআর পর্বে 'মৃত' সেজে শ্মশানযাত্রা ! এবার গ্রেপ্তার সেই তৃণমূল কাউন্সিলর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২১ মে ঃ মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল হুগলি জেলার ডানকুনি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে'কে। বুধবার গভীর রাতে ডানকুনি থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার ধৃত কাউন্সিলরকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ডানকুনির রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের ২৮ মে ডানকুনির বাসিন্দা সৌমিক পাঁজাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে সূর্য দে'র বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ঘটনার পর আতঙ্কের কারণে প্রভাবশালী ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে সাহস পাননি আক্রান্ত ব্যক্তি। পরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে ডানকুনি থানার পুলিশ। অবশেষে বুধবার রাতে অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূর্য দে নামটি এর আগেও রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শিরোনামে উঠে এসেছিল এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে নির্বাচন কমিশনের তরফে মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই তালিকায় ভুলবশত 'মৃত' হিসেবে দেখানো হয়েছিল সূর্য দে'র নাম। বিষয়টি সামনে আসতেই অনুগামীদের নিয়ে সরাসরি শ্মশানে পৌঁছে যান তিনি। সেখানে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের উদ্দেশে নিজের 'সৎকারের ব্যবস্থা' করার আবেদন জানান কাউন্সিলর। ঘটনাটি রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল। পরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মৃত' দেখানো হলেও বাস্তবে জীবিত এমন কয়েকজনকে নিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন সদনে যান। সেই প্রতিনিধিদলেই ছিলেন সূর্য দে। যদিও পরবর্তীতে সংশোধিত এসআইআর তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিকে তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেপ্তারের ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে শাসকদল। সূর্য দে'র গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তৃণমূল নেতৃত্ব ডানকুনি থানায় যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডানকুনি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা-সহ একাধিক নেতা-কর্মী। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই গ্রেপ্তারি করা হয়েছে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই আইন মেনে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

'দখল নয়, ফেরত !' তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় কাউন্সিলরের হাতে তুলে দিল বিজেপি

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদিয়া, ২১ মে ঃ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজনৈতিক উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল নবদ্বীপ। তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয় দখল, ভাঙচুর ও গেরুয়া রঙ করার অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছিল তীব্র রাজনৈতিক তরজা। সেই আবহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ছবি। দখল হওয়া বলে অভিযোগ ওঠা তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ফের তৃণমূলের হাতেই তুলে দিল বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ তারিখ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নবদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ছিল, একাধিক কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে বিজেপির পতাকা লাগানো হয় এবং গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। যদিও শুরু থেকেই বিজেপির তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। বিজেপির বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী এবং বিজেপির জেলা সভানেত্রী অপর্ণা নন্দীর দাবি, তএই ঘটনাগুলি বিজেপির তরফে সংগঠিত হয়নি। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিংবা দলবদলের জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।দ বৃহস্পতিবার নবদ্বীপ রেলগেট সংলগ্ন গৌরাঙ্গ সেতু রোড এলাকার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি তৃণমূল দলীয় কার্যালয় ঘিরে ফের রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়। অভিযোগ ছিল, ফল প্রকাশের দিন বিকেলেই ওই কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়েছিল এবং পুরো কার্যালয়টি গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এদিন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী ও জেলা সভানেত্রী অপর্ণা নন্দীর উদ্যোগে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পারুল দেবনাথকে ডেকে আনা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় কার্যালয়টি ফের তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কার্যালয় ফিরে পেয়ে কাউন্সিলর পারুল দেবনাথ বিজেপি বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল সহ বহু আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। সেই ক্ষয়ক্ষতির বিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'এই ভাঙচুর বা দখলের মধ্যে বিজেপি ছিল না। কে বা কারা এই কাজ করেছে, তা আমরা জানি না।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলেও স্থানীয়দের একাংশ এই ঘটনাকে 'রাজনৈতিক সৌজন্যের বার্তা' হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও পারস্পরিক সম্মান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় থাকাটা জরুরি। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনাকে ঘিরে তাই সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

জেলার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে প্রথম প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক মালদায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২১ মে ঃ রাজ্যে পালা বদলের মালদা জেলার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে প্রথম প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। বৈঠকে অংশ নিলেন মালদার ছয়টি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়করা। এদিন এই প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল জেলাপ্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে। হাজির ছিলেন জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর, অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দ্র সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন' উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল, মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা, হবিবপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ, বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক রাজু কর্মকার সহ অন্যান্যরা। এদিন তাদের সকলকে নিয়ে জেলাশাসক জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে জেলার উন্নয়নমূলক কাজে কোথাও কোন ঘাটতি বা বেনিয়ম রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। বেনিয়ম হয়ে থাকলে আগামী দিনে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা গেছে।

অঙ্কিতার অভিযোগে পালটা আইনি পথে দেবালয়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মে ঃ বাংলা বিনোদন জগতে নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে এবার পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য এবং অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তী। কয়েক দিন ধরেই সমাজমাধ্যম এবং ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে তাঁদের দ্বন্দ্ব নিয়ে জোর চর্চা চলছিল। অবশেষে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে দেবালয়ের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন অঙ্কিতা। আর সেই ঘটনার পর পালটা আইনি পথে হাঁটলেন পরিচালকও। দ্য ওয়াল পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারে, অঙ্কিতার বিরুদ্ধে তিন কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেছেন দেবালয় ভট্টাচার্য। পরিচালকের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত অভিনেত্রীর তরফে কোনও আইনি নোটিস হাতে পাননি। তবে নিজের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান পরিচালক। তাঁর দাবি, তাঁকে হেনস্থা করে যে সকল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সব মুছে ফেলতে হবে। বিতর্কের সূত্রপাত একটি পুরনো ঘটনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। অঙ্কিতার দাবি, প্রায় তিন বছর আগে একটি পার্টিতে তাঁর সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করেছিলেন দেবালয়। সাংবাদিক বৈঠকে সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী জানান, পরিচিত মানুষ বলেই পরিচালকের সঙ্গে কোনও অস্বস্তি ছিল না তাঁর। কিন্তু আচমকাই পরিস্থিতি বদলে যায়। অঙ্কিতার অভিযোগ, পার্টির মাঝেই তাঁকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে জোর করে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন পরিচালক। কোনও রকমে নিজেকে সামলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। অভিনেত্রীর আইনজীবী প্রিয়ম দে-র মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দেবালয়কে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। অঙ্কিতার বক্তব্য, তিনি আর্থিক ক্ষতিপূরণ চান না। বরং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে পরিচালককে। তা না হলে থানায় অভিযোগ দায়েরের পথেই হাঁটবেন তিনি।

২৫ লক্ষের নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কালিয়াচক, ২১ মে ঃ লক্ষ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম এনায়েতুল্লাহ ও কামরুজ্জামান। দুজনেরই বাড়ি কালিয়াচক থানার অন্তর্গত বাখরপুরের ঝাবরা মণ্ডলপাড়ায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ বাখরপুর এলাকার একটি গোডাউনে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই দুই যুবককে আটক করা হয়। অভিযানে গোডাউন থেকে উদ্ধার হয় মোট ৯০ পেটি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া ৯০ পেটি থেকে মোট ১৪ হাজার ৭০ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বেআইনি পাচার ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

AXIS BANK

জরুরী ঘোষণা

আমরা স্থান পরিবর্তন করছি

আগামী ২৭ই জুলাই, ২০২৬ থেকে
ইছাপুর অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের শাখা
নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হবে

বর্তমান ঠিকানা:

অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড, নিম্নতল, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ হাসপাতালের বিপরীতে, ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭৪৩১৪৪

নতুন ঠিকানা:

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নিম্নতল, হোল্ডিং নং: ৮৭২/৫, ৮৭২/৬ ও ৮৭২/৭, ঘোষপাড়া রোড, রাধা সিনেমার নিকটবর্তী, পো: নবাবগঞ্জ, থানা: নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭৪৩ ১৪৪

আমরা আমাদের নতুন ঠিকানায় থাকব আপনাদের অপেক্ষায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিপ্লবী হেমচন্দ্র

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হেমচন্দ্র কানুনগো এক অতুলনীয় ও দুর্দান্ত চরিত্র। একাধারে শিল্পী, শিক্ষক, গুপ্তচর, বোমা-নির্মাতা ও বিপ্লবী সংগঠক;এই বিপ্লবীর জীবন এক আদর্শ বিপ্লবের পথে হাঁটার গল্প। ৪ আগস্ট ১৮৭১ সালে মেদিনীপুর জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, আর জীবনাবসান ঘটে ৮ এপ্রিল ১৯৫১ সালে। তবে মাঝের সময়টা জুড়ে রয়েছে গোপন সংগ্রাম, বীরত্ব আর আত্মত্যাগের এক অনন্য উপাখ্যান। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওড়িশার জাজপুর অঞ্চলের বাসিন্দা, পদবি ছিল 'দাস'। পরবর্তীতে জমি জরিপের কাজে বাংলায় চলে আসেন এবং পদবি হয়ে যায় 'কানুনগো'। পিতা ক্ষেত্রমোহন কানুনগোর আদর্শে বেড়ে ওঠা হেমচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষার পথে মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে, কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তবে ছবি আঁকার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে নিয়ে যায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন চিত্রকলার শিক্ষক ও রসায়নের ডেমনস্ট্রেটর। পরে জেলা বোর্ডে চাকরি নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেননি;কারণ তাঁর মন পড়ে ছিল গোপন অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে। বিপ্লবের বীজ বপিত হয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায়, এবং ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের পর সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। কলকাতা ও মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন তিনিই। তাঁর বাগানঘেরা মাতুলালয়ের প্রাসাদ চত্বর হয়ে ওঠে তরুণ বিপ্লবীদের অস্ত্রচর্চার আখড়া, যেখানে তিনিই ছিলেন প্রশিক্ষক। হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যিনি বিদেশে গিয়ে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের ১৩ আগস্ট ইউরোপ যাত্রা করেন তিনি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিকদের সহায়তায় ফ্রান্সে থেকে বোমা নির্মাণ ও গুপ্তচর সংস্থার কৌশল রপ্ত করেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সোশালিস্ট কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন এবং মাদাম ভিকাজি কামার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক তেরঙ্গা পতাকা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কথিত আছে, পতাকার নকশা ও রং বাছাইয়ে চিত্রশিল্পী হেমচন্দ্রই ছিলেন মূল পরামর্শদাতা। দেশে ফিরে এসে তিনি মুরারিপুকুর বাগানে যুগান্তর দলের গোপন বোমা কারখানায় তিনটি বোমা তৈরি করেন। প্রথমটি ব্যবহৃত হয় ফরাসি শাসিত চন্দননগরের মেয়রের ওপর হামলায়;যদিও ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়টি ছিল বই আকৃতির বোমা, যা কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলেও উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তৃতীয় বোমাটি ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মুজাফফরপুরে কিংসফোর্ডের উপর ব্যবহারের চেষ্টা করেন। এই ঘটনার পর ২ মে, ১৯০৮ সালে মুরারিপুকুরের সেই গোপন আস্তানা থেকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে ধরা পড়েন হেমচন্দ্র। আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন তিনি। যদিও অন্যদের মতো স্বীকারোক্তি দেননি, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে মুখ বন্ধ রেখেছিলেন। এমনকি দলের এক রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার ঘটনাতেও তাঁর নাম আসেনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় তাঁর, এবং আন্দামানের সেলুলার জেলে দীর্ঘ ১১ বছর কাটান। কারামুক্তি ঘটে ১৯২১ সালে।

ইউরিয়া স্টিবামাইন

তিনি জাদুকর, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মানুষের মৃত্যুর মিছিল রুখে দেবেন। তিনি পেরেছেন। তিনি পূজনীয় তিনি শ্রদ্ধেয় তিনি আদর্শ এক মানুষ। চাইলেই পেতে পারতেন বিপুল অর্থ, কিন্তু তিনি তো অর্থ চাননি চেয়েছিলেন মানুষের জীবন বাঁচুক। ইউরিয়া স্টিবামাইনের পেটেন্ট উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী নিলেন না পাশাপাশি ভারতের হাসপাতালগুলোর অধিকাংশকে বিনামূল্যে ইউরিয়া স্টিবামাইন বিলিয়েছেন যাতে ওষুধের দাম সকলের সাধ্যের মধ্যে থাকে। তিনি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী পরাধীন ভারতের বুকে জন্ম নেওয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী, কলকাতায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। হ্যাঁ এই পর্বে বেদনাও আছে। রোনাল্ড রস নোবেল পেলেন ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করে অথচ একই রকম ভয়ঙ্কর রোগ কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করে উপেন্দ্রনাথ নোবেল পেলেন না। এই দুর্ভাগ্য আমাদের সবার। অ্যান্টিবায়োটিক তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। মানুষের জীবন - মৃত্যুর মাঝখানে তেমন কোনও ওষুধ আবিষ্কার হয়নি যা মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারে। কালাজ্বর তখন মারণলীলা চালিয়ে যায় অবলীলায়। অচিরেই বাঙালি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ইউরিয়া স্টিবামাইন হয়ে উঠল সেই রোগ থেকে মুক্তির অব্যর্থ দাওয়াই। গবেষক,বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথের গবেষণাগারে ভরসা শুধু লণ্ঠনের ক্ষীন আলো। না ছিল আলোর জন্য গ্যাস, না ছিল জলের কোনও ট্যাপ। তবুও সে ঘর মহান মানুষটির কাছে এক তীর্থস্থান। ক্যাম্পবেল হাসপাতাল,আজকের নীলরতন সরকার হাসপাতালে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কালাজ্বরের প্রতিষেধক। বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন অন্তত ৫০লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু। কেমন ছিল গবেষণার দিনগুলো উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বলেছেন- ক্যাম্পবেল হাসপাতালের সেই রাতের কথা মনে হলে এখনো আনন্দ পাই। রাত দশটায় লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে আমার গবেষণার প্রথম ফল প্রত্যক্ষ করলাম। তখনও জানতাম না ঈশ্বর আমার হাতে কী এক অমোঘ অস্ত্র তুলে দিয়েছেন! যা দিয়ে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করা যাবে। সেই ঘরে অনেক কিছু ছিল না কিন্তু ওই ঘর তাঁর কাছে চিরদিন তীর্থস্থান হয়ে থাকবে। তাঁর আবিস্কৃত ইউরিয়া স্টিবামাইন মেডিসিন জগতে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ইউরিয়া স্টিবামাইন হয়ে উঠল রোগ থেকে মুক্তির অব্যর্থ দাওয়াই। দ্রুত এই ওষুধ ব্যবহার হওয়া শুরু হল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

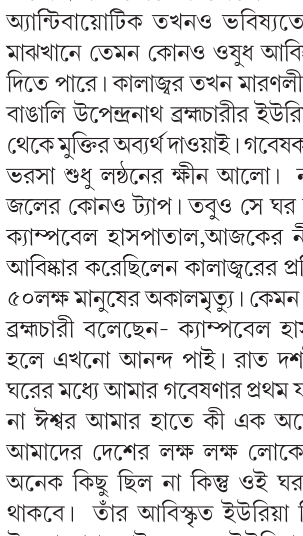

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধররে নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। সেই গান শুনতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রানী রাসমণি

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার নবজাগরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের ভূমিকা কম ছিল না। সেই সময়ে রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতের সেরা পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করার মধ্যে দিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের জাগরণ হোক। সেই জাগরণ হোক সকল কুংস্কারকে বাদ দিয়ে। সেই কারণে তিনি ঠাকুর রাকৃষ্ণদেবের প্রচারিত মানব ধর্মকে সমর্থন করে গিয়েছিলেন। দেবী পুজোর মধ্যে দিয়ে কোনও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজে মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে মনকে নিরপেক্ষ এবং উদার হতে হবে। ঠাকুর রামৃষ্ণদেব বারবার একটি কথা বলতেন যে মানব সেবা করতে তবে। তবেই ঈশ্বর দর্শন মেলে। ঠাকুরের সেই তত্ত্বকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঘিরে ত্রিশক্তির আবির্ভাব ঘটে। যদিও তাঁর আগে বাংলার নবজাগরণের পর্দায় এসে গিয়েছিলেন রানি রাসমনি। তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম জাগরিত শক্তি। তাঁকে ইংরেজ শাসকেরা যেমন ভয় পেতো ঠিক তেমনি রক্ষণশীল সমাজনেতারা তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষতো না। তাঁকে সবাই প্রায় এড়িয়ে চলতো। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আরও দু'জন শক্তিকে আশ্রয় দিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলায় যুক্তিবাদী হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হন। এঁরা হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও মা সারদা দেবী এবং পরে হাল ধরেন স্বামী বিবেকানন্দ। যুক্তিবাদী ধর্ম স্থাপন না করতে পারলে হিন্দু ধর্মটা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। গোড়ায় পচন ধরে গিয়েছিল। আধুনিক যুগের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম টিঁকে উঠতে পারছিল না। শিল্প বিপ্লব যুগের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না। হিন্দু ধর্মের যখন ভাঙন ধরতে শুরু করে দিয়েছিল ঠিক তখনই দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদা দেবী। রানি রাসমনি তার আগে থেকে রক্ষণশীল ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছেন। তাঁকে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইংরেজ সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তাঁর জমিদারিতে তৈরি হয় বেশ কয়েকটি ইংরেজি স্কুল। তৈরি হয় কয়েকটি চার্চ। তিনি কোনও ধর্মের ওপরে প্রত্যক্ষ আঘাত করেননি। তিনি চেয়েছিলেন সবাই যে যার ধর্ম মতে চলুক। কেউ কারোর ধর্মের ওপরে যেন কেউ আঘাত না করে। রানি রাসমনি আবার বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন। এদিকে মতিলাল শীল বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছেন। যিনি বিধবা বিবাহ করবেন তাকে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হবে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করতে সেনাপতি হয়ে একাই যুদ্ধ করতে পথে নেমে পড়েছেন। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজ যখন চলছিল ঠিক তখনই দৈরি হল দক্ষিণেশ্বর মন্দির। সেখানে পুজারি হিসাবে এসে উপস্থিত হলেন গদাধর। গদাধর পরবর্তীকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পরিণত হন। তাঁর পাশে শক্তি হয়ে উপস্থিত হন শ্রীমা সারদা দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন বহির্শক্তি। আর মা সরদা দেবী অন্তর্শক্তি। অন্তরের শক্তি। এটাই সেরা শক্তি। এই শক্তি পাশে না থাকলে বহির্শক্তি শক্তিশালী হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা দেবীর কাছ থেকে ভরসা পেয়েছিলেন বলেই তিনি শক্তি দিয়ে সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নটী বিনোদিনী দাসীকে আর্শিবাদ করেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সমাজে কেউই অচ্ছ্যুত নয়। সবাই শুদ্ধ। বিশুদ্ধ। পাপ বলে জগতে কিছুই নেই। পাপ বলে কোনও কাজ হতে পারে না। মন যে কাজ করতে সায় দেয় না সেটাই হচ্ছে অশুদ্ধ কাজ। সেই কাজ না করাই ভালো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব যুক্তিবাদী ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। মা সারদা দেবী ভক্তি ধর্মকে স্থাপন করলেন। অন্তরের শক্তি দিয়ে আরও শক্তিশালী করতে বল দিলেন মা সারদা সবাইকে। তিনি রামকৃষ্ণকে বল দিয়ে শক্তিশালী করেন। তিনি বল দিয়ে নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে শক্তিশালী করেছিলেন। যখন গিরিশ ঘোষ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সন্তান মারা গিয়েছে। নিঃস্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখন মা সারদা তাঁকে নিজের ঘরে স্থান দেন। তিনি তখন গিরিশকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসা দিতে শুরু করেন। গিরিশ ঘোষ মা সারদার শক্তি পেয়ে আরও বড় ধরনের নাটক লিখতে শুরু করলেন। অভিনয় করতে শুরু করলেন। বাংলার নাট্যমঞ্চে তিনি আবার সাড়া জাগাতে শুরু করলেন। যে গিরিশ ঘোষ ভেবেছিলেন যে তাঁর গোটা জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পরলোকগমন করেছেন। তাঁর পাশে আর কেউ নেই। ঠিক তখনই মা সারদা এসে উপস্থিত হলেন। ওরে গিরিশ তোর ভয় কী। আমি তো আছি তোর পাশে। গিরিশ ঘোষ ছুটলেন জয়রামবাটীতে। সেখানে মায়ের পাশে বসে মনকে শান্ত করলেন। শক্তি পেলেন উঠে দাঁড়াবার। রানি রাসমনি মনের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। দক্ষিণেশ্বর মন্দির বাংলার নবজাগরণের একটি অন্যতম অংশ বলা যেতে পারে। এই স্থান থেকে আওয়াজ উঠেছিল- 'জীব সেবায় শিব।' 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' এখান থেকে একটি গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক আওয়াজ উঠেছিল- 'যত মত তত পথ।' সব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। কারোর ধর্ম নিচ নয়। নদীর জলকে যেমন কেউ বলে থাকেন পানি। আবার কেউ বলে থাকে ওয়াটার। আবার কেউ বলে জল। জলই। সে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু তার রূপ একটি। তার আলাদা কোনও রূপ নেই। ভগবানের কোনও আলাদা রূপ নেই। তাঁর একটি রূপ। তার ভিন্ন কোনও রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। কেউ তাঁকে বলেন গড। আবার কেউ তাকে ডাকেন আল্লা বলে। আবার কেউ তাকে ডাকেন ঈশ্বর বলে। ভগবানের কোনও নির্দিষ্টি রূপ নেই। ধর্মগুরুরা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তারা এসেছেন সবার কাছে ঈশ্বরের নামডাককে সবার কাছে পৌঁছে দিতে। এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। তাদের কাজ শেষ হলে তারা এই ধরনী থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তারা অমর নয়। তারা হচ্ছেন নশ্বর ব্যক্তি। বেদান্ত দর্শনকে নতুনভাবে সমাজের মধ্যে উপস্থাপিত করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে তিনি যুক্তিবাদী ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা সত্য সেটাই হচ্ছে ধর্ম। আর বাকিগুলো হচ্ছে অধর্ম। সত্যকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। অসত্য ধর্ম নয়। সেটা মানব জীবনের ক্ষতিকারক। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে গেলে সবার অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন। সেখানে শুধুমাত্র পুরোহিতরা ধর্মকে গ্রহণ করে আগলে রাখবে সেটা হবে না। পুরোহিতদের জন্য শুধু হিন্দু ধর্ম নয়। হিন্দু ধর্মে কোনও পৌত্তলিকা নেই। হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে তুমি যেভাবে ডাকবে আমি সেইভাবে সাড়া দেবো। আমাকে পুজো করেও ডাকতে পারো। আবার পুজো না করেও ডাকতে পারো। অন্তর দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করতে হবে। অন্তরের ডাকে ঈশ্বর সাড়া দেন । বেদান্তে বলা হয়েছে মানব জনম একবার। এই জনমকে স্বার্থক করতে মানব সেবা করতে হবে। গোড়া হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে চলবে না। সবাইকে হিন্দু ধর্মে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই।' এতো বড় ধরনের কথা বলতে সেই সময়ে সবাই ভয় পেতো যেটা স্বামী বিবেকানন্দ নির্ভয়ে বলে গিয়েছেন। তিনি যখন শিকাগো জয় করে এলেন তখন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ তিনি ছিলেন কায়স্থ ঘরের সন্তান। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য হতে পারেন। কিন্তু তিনি পুজোর করার অধিকারী ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিলেন পুজো নয়, মানব সেবাই করা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার মুখ্য কাজ। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করতে হবে। মা সবার। কারোর একার নয়। কোনও একটি গোষ্ঠীর নয়। মাকে সবাই পুজো করতে পারে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে এক শ্রেনি বিশেষ করে পুরোহিত সম্প্রদায় জোর করে নিজেদের পক্ষে শাস্ত্র রচনা করে মাতৃপুজোকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখে দিয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে তিনি বেলুড় মঠে পুজোর প্রচলন একেবারে বন্ধ করে দিলেন। শুধু গুরু এবং গুরু মা'র পুজোকে বহাল রাখলেন। গুরু এবং গুরু মা হচ্ছেন মানব সন্তান। তারা পৌত্তলিক নয়। তারা হচ্ছেন নশ্বর। তারা স্বামী বিবেকানন্দকে জেগে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। মন্ত্র দিয়েছেন। সেই মন্ত্র দিয়ে জগৎ জয় করেছেন। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। তিনি শিকাগোতে গিয়ে বলতে পেরেছেন, হিন্দু ধর্ম জগৎ সেরা ধর্ম। এটা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। সকলের বিকাশের ধর্ম।

ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় 'ইণ্ডিয়ান কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতা 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যাল্টিভেশন অব সায়েন্স'- এর উদ্যোগে ডক্টর ভীম রাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মদিন পালিত হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি।

৩ জানুয়ারি ১৮৭০ সালে 'দি হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকায় ডাক্তার সরকার একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সমর্থন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭৩) পত্রিকায় লিখেছেন- অনেকে বলেন ইউরোপীয়ানরা কেবল বাহু বলেই এই ভারবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটিকে অত্যুক্তিদাষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞানবলেই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা দুই একটি

কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পুত্র-কন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবেন? একবার মুক্তহস্তে দান করিয়া বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া উড্রসাহেব যা বিজ্ঞান গুণ-অস্বীকার দোষ বঙ্গ-সমাজ মস্তকে আরোপ করিয়াছেন তারা দূর করুন।' বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদনে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য করতে। যেমন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রাজা দিগম্বর মিত্র, ফাদার লাফোঁ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীমোহন প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক। অবশেষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হল। ১৮৭৬ সালে ২৯ জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' (আইএসিএস) এর প্রতিষ্ঠা হল ২১০ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটে। এটি ছিল একটি ভাড়া বাড়ি। মহেন্দ্রলাল সরকার শুরু থেকে আজীবন এই সংস্থার সম্পাদক ছিলেন। বাংলার বহু বিখ্যাত মনীষীরা এই সংস্থায় বক্তা রূপে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মহেন্দ্রলাল সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অর্থাভাব। বিজ্ঞান সভায় উপস্থিত সকলের কাছে তিনি আবেদন করতেন গবেষণার জন্য অর্থ দান করুন। দিনরাত গবেষণা নিয়ে মেতে না থাকলে মৌলিক গবেষণা হতে পারে না। ১৯০২ সালে মহেন্দ্রলাল আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে। আমি সে কাজ সম্পন্ন করতে পারি নি- যার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। আন্তরিক প্রচেষ্টা কোনদিন ব্যর্থ হয় না। মহেন্দ্রলাল সরকারের তিন বছর প্রয়াণের পর ভারত সরকারের অর্থবিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ কলকাতা অফিসে কাজ করার সময়ে 'আইএসিএস'তে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিভি রমণকে 'পালিত প্রোফেসর' হিসাবে সায়েন্স কলেজে নিযুক্ত করেন। 'আইএসিএস'তে গবেষণার করার সুযোগ বেশি থাকায় অধ্যাপক রমণ সেখানেই গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। ১৯৩০ সালে আলো নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আলোকরশ্মির বিকিরণের নতুন তথ্য আবিস্কার করেন যা 'রমণ এফেক্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন। ঠাকুর আবার হোমিও চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের বহু কথা লিখে গিয়েছেন। স্বদেশি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যার চিকিৎসক ছিলেন তিনি। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**।

উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়েন রবীন্দ্রনাথ

চিত্তইজৎ দত্ত

ঘটনা একগুচ্ছ সদ্য প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহজ কথা' পডকাস্টে জয়রাজ ভট্টাচার্য্য নামক একজন নাট্যকর্মী ও তার সহকর্মী এসেছিলেন। সেখানে এসে তারা প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ফিউডালিজমের বিপক্ষে থেকে গেছেন সর্বক্ষণ। সেই ক্লিপটির কমেন্ট সেকশন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। ৯০ শতাংশ এর বেশি কমেন্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই কথা, তুই মাকু বেশি বুঝিস, একজন জমিদার নাকি ফিউডালিজমের বিরুদ্ধে! ঘটনা দুইগুচ্ছ এটার এক সপ্তাহও হয়নি। একটি পত্রিকার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বিশেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় একটা প্রবন্ধ আছে। সেখানে বলা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নাকি সম্ভবত নজরুলের সাম্যবাদী মনোভাব এবং রাজনীতির প্রতি একাত্মতাকে কটাক্ষ করে তাঁকে বলেছিলেন, শুনছি, তুমি নাকি মন জোগানো কবিতা লিখতে শুরু করেছ? বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তলোয়ার হাতে, সে তলোয়ার কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁছবার জন্য? খানিক দূর এগিয়ে এ-ও দেখতে পাই, সেখানে বলা আছে, 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সাহিত্যের দারিদ্র্যের দুঃখবাদীতার যে সমালোচনা করেছিলেন সেটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে বেশ একটা দরিদ্র বিরোধী রূপে প্রতিভাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনটা জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশের ছাত্রদের ভাষ্যে দেখেছি আমরা।

এই দুটো ঘটনাই আমার কাছে একই রকম। ৭৮ বছরের কাঁটাতারের বেড়া তো আর একটা জাতির দেড়-দুই হাজার বছরের জাতিসত্ত্বাকে আলাদা করে দিতে পারে না। সেইজন্যই ফিউডাল লর্ড রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কয়েকটা কথা বলা আমার কাছে সমীচীন মনে হল। আমিই সঠিক, এমনটা প্রমাণের দায় আমার নেই। আমি খালি যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী জেনেছি জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেগুলি নিজের মতো করে লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাইছি ধরতে পারেন।

ঠাকুরবাড়ির জমিদারী ভাগ হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের ভাগে ছিল প্রায় ছয়শো গ্রাম নিয়ে তৈরী কালীগ্রাম

পরগণা। এক ফসলি জমি ছিল অথচ বন্যা কবলিত। জমির উর্বরতাও যে খুব বেশি ছিল এমন নয়। একবেলা কষ্টেসৃষ্টে খেত পেত ওই এলাকার মানুষ এবং তার ওপর ছিল মহাজনের সুদ!

আমেরিকার কৃষি বিপ্লব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ, জামাতা এবং সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে সেই সময়ের প্রথা ভেঙে ইলিনয়তে পাঠান কৃষিবিজ্ঞান পড়তে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে ভারতের ৯০ শতাংশ মানুষ জমির ওপর নির্ভর করে বাঁচে এবং দেশের সেই সকল মানুষের দরকার যারা জমির গতিপ্রকৃতি বুঝবেন। রথীন্দ্রনাথ ফিরে এসে নিজে লাঙল চালিয়েছিলেন মাঠে নেমে। আধুনিক সাতটি কলের লাঙল আনা হয়েছিল সেসময়। শুধু ধান চাষ নয়, এক ফসলি জমির আলে পেঁপে, টমেটো, আলুর চাষ শুরু হয়। এছাড়াও পতিসরে একটি আদর্শ খামার স্থাপন করেন। উন্নতমানের ঘাস রোপণ করানো হয় যাতে গবাদী পশুর দুধ উৎপাদন বাড়ে। বিদেশি উন্নত প্রজাতির ষাঁড় আনয়ন করান স্থানীয় গরুর জাত উন্নয়ন করাতে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকায় পাঠরত রথীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির উল্লেখ করি -

তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার অন্ন গ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ। ফিরে এসে এই হত ভাগ্যদের অন্ন গ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো, জমিদারের টাকা চাষির টাকা এবং এই চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে। এদের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল। নিজেদের সংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।

ধর্মগোলা নামক রেশনিং সিস্টেম চালু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেখানে প্রত্যেক কৃষককে উদ্বৃত্ত ফসল মজুত করা বাধ্যতামূলক ছিল। যে বছর ফসল কম হতো, সে বছর ধর্মগোলার মজুত ফসল থেকে কৃষকদের ফসল দান করা হত নিখরচায়। রবীন্দ্রনাথ তাদের সঞ্চয়ের পাঠ শিখিয়েছিলেন। ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক তৈরী করেছিলেন এবং সেখানে শতকরা তিন টাকা সুদে ঋণ দেওয়া হত। মহাজন কারবার উঠে গিয়েছিল কালীগ্রাম পরগণা থেকে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের বিবাদ মেটানোর জন্য সালিশি সভা তৈরী করে, অতুল সেনকে তার মাথায় বসান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য অতুল সেন আত্মগোপন করার আগে অবধি এই সালিশি সভার কৃপায়, কালীগ্রাম পরগণার একটি মামলাও সদরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়নি। এ কাজে প্রেরণাস্বরূপ তিনি অতুল সেনকে চিঠিতে লেখেন- সমস্ত হৃদয়মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও। তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে।

প্রায় ছ'শো গ্রামে নিজের উদ্যোগে প্রায় দু'শো পাঠশালা তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষকদের বেতন জমিদারী থেকেই যেত। এছাড়া তিনটি মাইনর স্কুল তৈরী করিয়েছিলেন। এই কালীগ্রাম পরগণার ইস্কুল, রাস্তাঘাট, দাতব্য চিকিৎসালয় .(অ্যালোপাথি-হোমিওপাথি উভয়ই), হাসপাতাল, সেতু ;এই সমস্ত কিছুর টাকার অর্ধেক হিতৈষী সভা তুলে দিতেন, বাকি অর্ধেক রবীন্দ্রনাথ নিজে দিতেন। ফসলের মরশুমের মাঝে কৃষকদের আয়সংস্থান বজায় রাখার জন্য অন্যান্য নানা কাজে উৎসাহী এবং প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। যথা মৃৎশিল্প, ছাতা তৈরি, রেশমের কাজ। এই রেশমের কাজের অগ্রগতি সবথেকে বেশি হয়েছিল। যারা কেবলই গামছা বুনতেন, তারা অচিরেই ধুতি, শাড়ি, বিছানার চাদর বুনতে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

প্রসঙ্গত, হিতৈষী সভা হল অতুল সেনের নেতৃত্বাধীন সালিশি সভার পরবর্তী ধাপ। এটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতি হিতৈষীসভার অধীন একটি করে পঞ্চায়েত ছিল।

'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীতের রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল

শঙ্করলাল কর্মকার

১৮৮৬ কি ৮৭ সাল, বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রি নিয়ে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পেলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ার। ১৮৯০'তে পোস্টিং পেলেন বর্ধমান রাজার অধীনে সুজমুঠা পরগনায়, হাতে পেলেন সেটলমেন্টের দায়িত্বও। চাকরি পাবার বছর খানেক বাদেই নিজের চব্বিশ-বছর বয়সে বিয়ে করেছেন হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে এগারো-বছরের সুরবালা দেবী'কে। নিজের এমন এক ঘোরতর সংসারী সময়ে, দরিদ্র কৃষকদের আবেদনে তিনি হিসেব কষে এলাকার কৃষকদের খাজনা দিলেন কমিয়ে। কৃষকরা জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁর নাম দিলে 'দয়াল রায়'। এদিকে এই ঘটনায় তাঁর নামে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অভিযোগ করল বর্ধমান মহারাজার এক বিশেষ কর্মচারী। বিষয়টি দেখতে এলাকায় সশরীরে চলে আসে ছোটলাট। 'সরকারের অনুমতি না নিয়ে কেন আপনি এমন কাজ করলেন?' - ছোটলাটের এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মুখের ওপর বলেছিলেন, 'আপনি কিছু জানেন না, যা হয়েছে আইন মেনে হয়েছে। আইন বিষয়ে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।' তাঁর এই কথায় সাংঘাতিক গণ্ডগোল বেধে গেল, বিষয় গড়াল আদালত পর্যন্ত। সেযাত্রা তাঁর কোনও রকমে চাকরি বাঁচলেও তারপর থেকে পদোন্নতি আটকে গেছে, ঘটেছে বহুবার বদলি। এই ঘটনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পরে ঘনিষ্ঠ মহলে বলেন, 'জেনেবুঝে নিজের পায়ে আঘাত করলেও সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে একটা উপকার করে গেছিল।' কবি, নাট্যকার, গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই বাংলার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন বিখ্যাত গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, কাজ করতেন কৃষ্ণনগরের দেওয়ান হিসাবে, সেই সাথে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নামকরা গায়ক ও লেখক এবং মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব অদ্বৈত গুরুর বংশধর, তাঁদের ছয় পুত্র ও এক কন্যা। ভাইদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সবার ছোট।

কিশোর বয়সেই তিনি একশটি গান রচনা করে ফেলেন। কৃষ্ণনগরে পড়াশোনা শুরু করে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে দশ টাকা বৃত্তিতে প্রবেশিকা (১৮৭৮) পরীক্ষা ও হুগলি কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। এরপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এমএ (১৮৮৪) পাস করেন, অধিকার করেছিলেন প্রথম স্থান। কলেজ পাঠ শেষ করে ছাপরায় কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। তারপর ১৮৮৪ সালে বাড়ির সকলের অমতে সরকারি অনুদানে চলে যান বিলেত, কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়তে এবং সেখানে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। লন্ডনের সিসিটার কলেজ থেকে তিনি কৃষিবিদ্যায় এফ.আর.এ.এস ডিগ্রি এবং রয়েল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটির এম.আর.এ.সি ও এম.আর.এস.এ উপাধি লাভ করেন।

বিলেতে গেলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভুলে যাননি নিজের জাতিস্বত্তা, তাই লন্ডনে গিয়েও বাঙালি তথা ভারতীয় পোশাক পরে রাজপথে হেঁটেছেন। লন্ডন থেকে তিনি কৃষিবিদ্যায় তিনটি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৬ সালে লন্ডন মানে কালাপানি পার হয়ে ফেরার পরে হিন্দু সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে তিনি বিন্দুমাত্র পাত্তা দেননি। যদিও পরে 'একঘরে' নামে গল্প লেখেন।

জেনারেল ম্যানেজার/ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) দ্বারা বালুরঘাট-হিলি নতুন লাইন প্রকল্পের অগ্রগতির পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ২১ মে ঃ আশীষ বনসল, জেনারেল ম্যানেজার / নির্মাণ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

২০ মে ২০২৬ তারিখে পরিদর্শনের সময় একলাখি-বালুরঘাট এবং বালুরঘাট-হিলি সেকশনে রেল বিভাগের চলমান বিকাশমূলক কাজগুলির একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং ব্যাপক সুরক্ষা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে বালুরঘাট- হিলি নতুন ব্রড গেজ লাইন প্রকল্পের অধীনে রেল পরিকাঠামো, রেললাইনের অবস্থা, স্টেশন উন্নয়ন কাজ, ব্রিজসমূহ, যাত্রী সুবিধা, পরিচালনগত প্রস্তুতি এবং নির্মাণ কাজের সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত ২৯.২৫৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বালুরঘাট-হিলি নতুন ব্রড গেজ লাইন প্রকল্পটি ১,১৮১.০৯ কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয় সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো এই অঞ্চলে রেল সংযোগ শক্তিশালী করা এবং আর্থ-সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, ১৫৬.৩৮ হেক্টর আয়তনের জমি অধিগ্রহণ ইতিমধ্যেই ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমিটি রেলওয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১১টি মেজর ব্রিজ, ৪৩টি মাইনর ব্রিজ, স্টেশন ভবন, রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি), রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি), স্টাফ কোয়ার্টার, রেললাইন স্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোগত নির্মাণকাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির যথাসময়ে সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন বিকাশমূলক কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে মার্চ ২০২৭ নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময়, ভবিষ্যতে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সুরক্ষা মানদণ্ড, নির্মাণকাজের গুণগত মান, ব্রিজ নির্মাণের অগ্রগতি, স্টেশন পরিকাঠামো, ইউটিলিটি শিফটিং এবং পরিচালনগত প্রস্তুতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জেনারেল ম্যানেজার / নির্মাণ এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত কাজগুলির অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন, যার মধ্যে মেজর ও মাইনর ব্রিজ, রোড ওভার ব্রিজ, রোড আন্ডার ব্রিজ এবং স্টেশন- সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কাজসমূহ রয়েছে। পরিদর্শনের সময় বালুরঘাট-কুমেদপুর এবং লাভা - কুমেদপুর সেকশনে চলমান ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) কাজগুলিও মূল্যায়ন করা হয়। ২১ মে ২০২৬ তারিখে, এই সেকশনগুলির সুরক্ষা সংক্রান্ত দিকসমূহ এবং চলমান বিকাশমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশদভাবে পর্যালোচনার লক্ষ্যে ট্রলি পরিদর্শনের কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল। মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের পাশাপাশি কাটিহার ডিভিশনের আধিকারিকরাও পরিদর্শন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এই সফরটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সুরক্ষা মান উন্নয়ন এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে সুরক্ষিত, দ্রুততর ও অধিক দক্ষ রেল পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করার প্রতি ধারাবাহিক অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে।

পুরসভায় 'দুর্নীতি ও বেনিয়ম' রুখতে কড়া প্রশাসন, বিধায়করাই এবার 'অ্যাডভাইজার'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ মে ঃ পালাবদলের পরেই রাজ্যের সমস্ত পুরসভাগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেই লক্ষ্যেই পুরসভাগুলির কাজকর্ম স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে কোমর বাঁধল রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ফিনান্স অফিসার এবং পুরসভার অন্য সরকারি পদাধিকারীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠক সারলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা। প্রশাসন সূত্রের খবর, এই বৈঠকে পুরপ্রধানদের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিক পরিষেবা উন্নত করতে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর নির্দেশ, প্রত্যেক পুরসভায় 'অ্যাডভাইজার' বা উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক। প্রশাসনের যুক্তি, এতে কাজে স্বচ্ছতা আসবে এবং একচেটিয়া সিদ্ধান্ত বন্ধ হবে। এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, বিগত সরকারের আমলে পুরসভাগুলোকে কার্যত বিরোধীশূন্য করা হয়েছিল। বিরোধীদের ভোটে দিতে দেওয়া হত না, কিংবা কিনে নেওয়া হত। ফলে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাগুলো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। এবার পুরসভাগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং আইন মেনে কাজ চালাতে স্থানীয় বিধায়কদের পুরসভা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার সরকারি আধিকারিক আমাকে ফোন করে উপদেষ্টা হিসেবে পুরসভায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ পুরসভা থেকেও আজ আধিকারিকেরা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধায়করা উপদেষ্টা হলে টেন্ডার, নিয়োগ ও প্রকল্প রূপায়ণে নজরদারি বাড়বে এবং নাগরিক পরিষেবায় গতি আসবে ও আর্থিক বেনিয়ম কমবে। বিধায়কদের পুরসভার 'অ্যাডভাইজার' পদে নিযুক্ত করে শুধু 'মাস্টারস্ট্রোক' দিয়েছে প্রশাসন তা নয়, ওই বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে সরকারের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ছাড়া কোনও ঠিকাদার বা কন্ট্রাক্টরের কাজের বকেয়া টাকা রিলিজ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, পুরসভাগুলোতে কাজের স্বচ্ছতা আনতে এখন থেকে যেকোনও কাজের 'ওয়ার্ক অর্ডার' বের করার আগে জেলাশাসক বা অতিরিক্ত জেলাশাসককে জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, যে সমস্ত পুরসভায় অতিরিক্ত কর্মী থাকার কারণে আর্থিক অব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পুরসভাগুলিতে কর্মরত একাধিক চুক্তিভিত্তিক কর্মী কাজ হারাতে পারেন বলেও সূত্রের খবর। পাশাপাশি পুরসভায় দুর্নীতি দমনে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। এখন থেকে কোনও বাড়ির প্ল্যান ম্যানুয়াল বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা হবে না। যেকোনও বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করতে হলে তা সম্পূর্ণ অনলাইনেই করতে হবে। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে পুরসভার রাজস্ব বাকি রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত রাজস্ব বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে খুব শীঘ্রই পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফ থেকে একটি ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হতে চলেছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের কড়া বার্তা, নাগরিক পরিষেবার স্বার্থে প্রতিদিন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষরা যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হন, সেগুলি পরিষ্কার রাখতেই হবে। খারাপ রাস্তার আলো দ্রুত সারানোর নির্দেশও দেন তারা। এছাড়া পুর এলাকাগুলিতে যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রধান রাস্তার আগেই দ্রুততার সঙ্গে কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তৈরি করতে হবে বিনামূল্যে পার্কিংয়ের জায়গাও। কোন কোন জায়গায় 'পেইড পার্কিং' হবে, তা পুর কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট করতে হবে। তাছাড়া পুর এলাকার যেকোনও বাজারে বাধ্যতামূলকভাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও পুর দপ্তরের তরফে, আসন্ন বর্ষার মরসুমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জোর দিতে দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুর এলাকা পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আধিকারিকেরা নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিদিন নিয়ম করে আবর্জনা পরিষ্কার রাখতে হবে। যদি কোনও পুর এলাকায় আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকে, তবে তা দ্রুত পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে জানাতে হবে এবং জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, কাজের গতি ও নজরদারি ঠিক রাখতে এখন থেকে প্রত্যেক মাসে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকদের সঙ্গে পুর কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের চারটি পুরসভার পুরবোর্ড ভেঙে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে পুর বোর্ড পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা শাসককে। তবে বলাই বাহুল্য, প্রশাসনের এই কড়া মনোভাবের পর রাজ্যের পুর- পরিষেবায় বড়সড় রদবদল আসতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে উত্তেজনা জামালপুরে ঃ বিধায়কের সমর্থনে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২১ মে ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশের ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা শক্তি প্রদর্শন করে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। জানা গেছে, পাঁচড়া পঞ্চায়েতের ধুলুক গ্রামের কয়েকজন আদিবাসী বুধবার একটি ভিডিও বার্তায় জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার এবং স্থানীয় ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে তাদের অপমান করা হয়েছে এবং অশালীন ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে জামালপুরে একটি বড় মিছিলের আয়োজন করা হয়। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেও বহু কর্মী-সমর্থক মিছিলে অংশ নেন। মিছিলে বিধায়ক অরুণ হালদারের সমর্থনে স্লোগান তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগও তোলা হয়। মিছিল শেষে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রধান বাবু তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, জামালপুর একসময় তৃণমূলের দুর্ভেদ্য গড় হিসেবে পরিচিত ছিল। সেখানে নিজের সাংগঠনিক দক্ষতায় পদ্ম ফুটিয়েছেন অরুণ হালদার। তিনি জাতীয় তপশিলি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিসেবে সবসময় পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এদিকে বিতর্কের জেরে নীরবতা ভেঙেছেন বিধায়ক অরুণ হালদারও। এক সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় তিনি দাবি করেন, তার কাজের গতি রোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তার পাশে দাঁড়ানো দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক।

তরুণ- তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২১ মে ঃ দুই তরুণ তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো রামপুরহাটে। মৃত দুই তরুণ- তরুণীর নাম যথাক্রমে সুচিত্রা মিত্র (১৬), সুদীপ লেট (২২)। বাড়ি বীরভূমের মুরারই থানার খানপুরে। গ্রাম সূত্রে জানা গেছে, এই দুই তরুণ তরুণীর মধ্যে একটি প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু দুই পরিবারের এই বিয়েতে অমত ছিলো। সুচিত্রা নাবালিকা হওয়াই মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হয়, বলে সূত্রের খবর। যদিও, এব্যাপারে মেয়ের বাবা রাজু লেট এবং ছেলের বাবা উত্তম লেট কিছুই বলতে চান নি। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর পাকুরিয়ার কাছে অর্থাৎ রামপুরহাটের অদূরে এই দুই তরুণ-তরুণীর মৃতদেহ দেখতে পায় পথচারীরা। তারা খবর দিলে, রেলওয়ে পুলিশ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। তবে এটি নিছক রেলদুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা কিনা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে দুজনে এতদূরে কেন এলো, সেই বিষয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

ইবোলা ভাইরাস নিয়ে বিমানবন্দরে সতর্কতা, বিশেষ নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃ ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দেশের বিমানবন্দরগুলিতে বিশেষ সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। আক্রান্ত দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদের উপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস) এই মর্মে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য বিশেষ অ্যাডভাইজরি জারি করেছে। অ্যাডভাইজরিতে বলা হয়েছে, কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদান থেকে আসা বা ওই দেশগুলির মাধ্যমে যাতায়াত করা যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও যাত্রীর মধ্যে জ্বর, দুর্বলতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া বা অজানা কারণে রক্তক্ষরণের মতো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য আধিকারিক বা হেলথ ডেস্কে জানাতে হবে। ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের আগেই এই তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, ইবোলা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা শরীরের তরলের সরাসরি সংস্পর্শে এসেছেন এমন যাত্রীদেরও তাৎক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন যাত্রীদের ভারতে পৌঁছানোর পরবর্তী ২১ দিন স্ব-পর্যবেক্ষণে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কোনও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ইবোলার নতুন সংক্রমণ সামনে আসার পরই কেন্দ্রীয় সরকার এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মহানন্দায় তলিয়ে গেল দুই নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ মে ঃ মহানন্দায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই নাবালক। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরাতন মালদার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশহাট এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকার দুই কিশোর অর্পণ সরকার এবং বাসুদেব হালদার নদীতে স্নান করতে নামে। এর পরেই দু'জনে তলিয়ে যায়। স্থানীয়েরা তাদের খোঁজে তল্লাশি চালালেও হদিস মেলেনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নিখোঁজ দুই নাবালকের নাম অর্পণ সরকার (১০) এবং দেব হালদার (৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অর্পণ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডির বাসিন্দা। সে বাঁশহাটে তার মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। অপর নাবালক স্থানীয় বাসিন্দা। জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে বেশ কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে তারা মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান করার সময় আচমকাই নদীর গভীর স্রোতে তলিয়ে যায় ওই দুই নাবালক। অন্য সঙ্গীদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরবর্তীতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে এখনও পর্যন্ত তাদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

বোলপুরে লরি ও টোটো সংঘর্ষ, মৃত্যু ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২১ মে ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল বোলপুর। একটি লরি ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক টোটোচালক। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন টোটোতে থাকা অন্তত ৩ থেকে ৪ জন যাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরের মকরমপুর চার্চের সামনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বোলপুর স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে একটি টোটো মকরমপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসছিল একটি লরি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মকরমপুর চার্চের সামনে আচমকাই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলেই টোটোচালকের মৃত্যু হয়। আহতদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোন নং. (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স নং. (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫

ই-মেইলঃ corp@duroply.com, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in

CIN: L20211WB1957PLC023493

70 Years of Excellence

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
		(পরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১১১৯৯.৬৪	৯৩৪৭.২০	১০৬৪৫.৯৮	৪০৪০২.৩১	৩৭২৭৩.৩৯
২.	কর-পূর্ববর্তী সাধারণ কার্যক্রম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	১০৩.৫২	১৩৭.০০	৩২৪.৫৫	৬৯৫.৮২	৬৮৫.৭৫
৩.	কর-পরবর্তী সাধারণ কার্যক্রম থেকে নিট লাভ /(ক্ষতি)	(২৪৫.১৯)	১৪৩.২৭	২৭৩.৪৫	২৯৩.৭৪	৭৭৭.০০
৪.	এই সময়ের মোট সামগ্রিক আয় যা এই সময়ের লাভ /(ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত	(১০৬.৪৪)	১৩৩.১৭	২৫১.৯৪	৪০২.১৯.	৭২২.৬৪
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ₹১০-)	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹১০- মূল্যের) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)(বার্ষিকীকৃত নয়)					
	মূল	(২.৬২)	১.৪৫	৪.২২	২.৮৩	৭.৮৮
	মিশ্র	(২.৬২)	১.৪৫	৪.২২	২.৮৩	৭.৮৮

দ্রষ্টব্যঃ

১. উপরের অংশটি হলো SEBI রেগুলেশন, ২০১৫-এর বিধি ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.duroply.in-এ পাওয়া যাবে।

২. উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২১ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩. এই আর্থিক ফলাফলগুলি 'কোম্পানী অ্যাক্ট, ২০১৩'-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত এবং 'কোম্পানী রুলস, ২০১৫' (যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে)-এর সাথে পঠিত 'Indian Accounting Standard 34 - Interim Financial Reporting'-এ বর্ণিত স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতিসমূহ এবং ভারতে সাধারণভাবে স্বীকৃত অন্যান্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫. যেহেতু ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরে কোম্পানির কেবল একটিই প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ ছিল, তাই 'IND AS 108' -এর আওতাধীন বিভাগ-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশের আবশ্যকতাটি এই কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৬. পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ বা পুনঃবিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা /-
অখিলেশ চিটলাঙ্গিয়া
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং সিইও
DIN 03120474

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২১ মে, ২০২৬

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/১৩, তাং. ১৯.০৫.২০২৬

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে ভিডিও ওয়াল এবং ইএমইউ রেকসমূহে বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-১৩। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২ টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং.; লট নং** এবং **বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) এএ/১; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬- ২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ০১ (এক) টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগসহ রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব বণ্টন। **(২) এএ/২; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-এনডিএই -ওএইচ-১৫৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে নবদ্বীপধাম রেলওয়ে স্টেশনে সাময়িক বুকিং অফিসের নিকটে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ০১ (এক) টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগসহ রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব বণ্টন। **(৩) এএ/৩; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই -ওএইচ-১৬০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ০১ (এক) টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রদর্শনের জন্য চুক্তি স্বত্ব বণ্টন। **(৪) এএ/৪; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ- এজেড - ওএইচ-১৬৩- ২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ০১ (এক) টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগসহ রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব বণ্টন। **(৫) এএ/৫; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি- ওএইচ-১৬৪- ২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশনে মূল প্রবেশ পথের নিকটে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে ০১ (এক) টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগসহ রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব বণ্টন। **(৬) এবি/১; এডিভিটি -আইএনটিইএক্সটি- এস১- ইএমইউআর১৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের ভেতরে ও বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের (আর-১৫) কোচের বহির্গাত্রে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) সম্পূর্ণ দেওয়ালে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম দ্বারা) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরভাগে সুনির্দিষ্ট স্থানসমূহে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ব বণ্টন। **(৭) এবি/২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১- ইএমইউআরএকেই৩১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের ভেতরে ও বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের কোচের বহির্গাত্রে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) সম্পূর্ণ দেওয়ালে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম দ্বারা) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরভাগে সুনির্দিষ্ট স্থানসমূহে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ব বণ্টন। **(৮) এবি/৩; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১- ইএমইউআরএকেই৩২ -২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের ভেতরে ও বাইরে)** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের কোচের বহির্গাত্রে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) সম্পূর্ণ দেওয়ালে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম দ্বারা) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরভাগে সুনির্দিষ্ট স্থানসমূহে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ব বণ্টন। HWH-87/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Repairing & renovation of whole electrical wirings in the IB Drivers' Barrack Room No. 83 & 84 in the premises of Intelligence Branch, at 13 Lord Sinha Road. Kol-71." e-Tender No : WBPWD/AE/103/PR/T/KCESD/I of 2025-26 (2ND CALL) and Tender ID : 2026_PWDE_5014270_1. Documents Submission end date 05.06.2026 upto 02:00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T8322(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Electrical Construction Sub-Division, Jadavpur, Kolkata-32 for the Work of **"Repair & Renovation of Electrical Installation works of IPS Quarter No. N-3/1, Third floor, Shyamali Apartment, 135/C, S.P.Mukherjee Road (North Block), Kolkata-26."** having notice inviting Percentage Rate e-TENDER No.- WBPWD/AE-ECSD/e-NIT-01/2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5014265_1. Bid submission start date (online) : 25.05.2026 from 6:00 P.M. Bid submission closing date(online) : 03.06.2026 upto 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/ECSD, PWD.
ICA- T8319(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Kharagpur Sub Division at Kharagpur, district Paschim Medinipur invites e-Tender No. 01(03)/KS of 2026-27 for 3 (Three) nos. work related to Building & Roads work. Tender ID: 2026_WBPWD_1024941_1, 2 & 3. Bid submission closing date 01/06/2026, upto 10.30 hrs. (online). Details will be available at http://etender.gov.in, www.wbpwd.gov.in & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11.00 AM to 4.00 PM on any working day. Sd/- Ranabir Ghosh Assistant Engineer, PWD, Kharagpur Sub Division
ICA- T8357(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Soham Adhikary,** Father's Name - **Sibnath Adhikari**, of Vill - Sabujpally (Sasinda), PO - Belda, PS - Belda, Dist - Paschim Medinipur, WB, who has been missing Since 14.03.2026, at about 15.00 hrs, Residential area under PS - Belda, Description of this missing person is: **Age** - 15 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 2 Inch, **Wearing** - White printed shirt & Grey pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D733(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

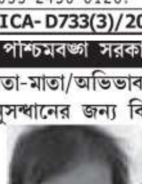

শিশুটির বিবরণ
নামঃ অজানা @ কৃতিশা , জন্মঃ ১৮.০৫.২০২৫, লিঙ্গাঃ স্ত্রী, প্রাপ্তির দিনঃ ১৭.০৫.২০২৬, **বর্তমান অবস্থানঃ** সোসাইটি ফর ইন্ডিয়ান চিল্ড্রেন'স ওয়েলফেয়ার, ২০ ও ২২ কর্নেল বিশ্বাস রোড, বেকবাগান, কলকাতা-৭০০০১৯, **উচ্চতাঃ** ৬৬ সে.মি. ; **গায়ের রং:** ফর্সা, **পরনের পোশাকঃ** লাল রঙের গেঞ্জি শ সবুজ রঙের হাফ প্যান্ট, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বরঃ** থানাঃ শিয়ালদহ জি.আর.পি.এস ; জি.ডি.ই. নম্বরঃ ৮৬৭ ; তারিখঃ ১৭.০৫.২০২৬। **যোগাযোগের বিশদ বিবরণঃ** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানাঃ** শুভম বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর - ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪।
আইসিএ-ডি ৭৩৪(৩)/২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Gita Rani Mondal,** Husband's Name - **Late Binoy Kumar Mondal**, of Vill - Rampurhat Sanghatapara, Ward No - 7, PS - Rampurhat, Birbhum,who has been missing Since 20.04.2025, at about 15.30 hrs, under Rampurhat PS, Description of this missing person is: **Age** - 75 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 4 Feet 6 Inch, **Wearing** - Saree, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D731(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIEQ (Online) No:- 01 of AE, PWD, Plassey Sub-Division 2026-2027
Name of Works (Sl. No. 01)-Preparation of Detailed Project Report (DPR) for strengthening of Krishnanagar Karimpur Jalangi Road, from Ch. 77.00 Kmp to 93.615 Kmp, under Nadia Division, P.W.Dte., in the district of Nadia. NIEQ No. 01 (Sl. No. 1) of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014305_1. Bid Submission start date (Online):- 25.05.2026 at 2.00 P.M. Bid Submission Closing date (Online):- 05.06.2026 upto 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Plassey Sub-Division, PWD.
ICA- T8355(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Bid reference no. WBMSCL/NIT-337/2026, Dated-19/05/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Damaged Civil works at Hybrid CCU (4th floor) of Salboni SSH, Paschim Medinipur." Last date of submission of bid (online) - 29.05.2026 upto 02.00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 11.00 P.M. on 22.05.2026. Details of the tender will also be available at www.wbmsc.gov.in Clarification requests, if any may be sent to eecivil@wbmsc.gov.in or info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL
ICA- T8256(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORRIGENDUM TO NIT No.-(WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-02/ EE/M.D. D-II of 2026-27(2nd Call)
Tender Id:2026_IWD_1024143_1
As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 28.05.2026 up to 11:30 A.M. Other details may be seen in the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn.No.II.
ICA- T8267(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/KMCESD/PW Dte. invite online tender for the work of "Supply & Pouring of Diesel Oil for 250 KVA & 600 KVA Diesel Generator Set installed at Pathology Building & MCH Academy Building under Medical College, Kolkata." NIQ No. WBPWD/AE/ KMCESD/NIQ-05/2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014287_1. Bid Submission Start Date: 28/05/2026. Bid Submission Closing Date: 05/06/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/PWDte/Govt. of W.B.
ICA- T8344(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 01/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenderer, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Maintenance including switching "ON", "OFF" operation of Street Light installations for the year of 2026-27 at Nonadanga., Rs.3,05,569/-, Rs. 6,111/-, 12 months from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 29.05.2026 upto 14:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-09)**
www.kmda.wb.gov.in
ICA- T8298(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE/Divn-IV/W& S/KMDA/ NIT-02 of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Division-IV, W&S Sector, KMDA, 83/1A, 3rd Floor, Vivekananda Road, Kolkata - 700006, from eligible and resourceful contractors with financial capability, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Supplying, fitting and fixing glass reinforced polyester translucent fiber glass sheet at the roof of Filter House, Titagarh-Khardaha Water Treatment Plant, damaged under the impact of Kalboishakhi storm (Nor' wester), Rs.1,11,318/-, Rs.2,230/-, 21 Days, **Bid submission end date & time:** 28.05.2026 upto 18:45 hrs, for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-05)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8294(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "S.I.T.C of new Lift of suitable capacity in replacement of the existing old Lift in existing lift well and allied Electrical Installation work at (G+10)-storied Academic building within Alipore campus of University of Calcutta.----Electrical Installation work." eNIT No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-08/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014303_1. Bid submission start date (online): 30.05.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 08.06.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T8341(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/MD-III/ NIT-03 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-III, E-M Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076, from any contracting firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Supply, delivery, fitting, fixing of Soft starter for Pump motor unit - 2 and replacement of the bearing of Pump unit - 1 with allied works at Clear Water Booster Pumping Station under South Dumdum Municipality., Item rate (to be quoted by the Bidder), Rs.8,150/-, 30 days from the date as mentioned in the LOI cum Work Order, **End date & time of Online Bid submission:** 03.06.2026 at 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-23)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8371(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
NIT No: 01/EE/ND/W&S/KMDA/ 2026- 27
Two parts e-tender is invited by the Executive Engineer, North Division, W&S Sector, KMDA, Padmapukur Water Treatment Plant Campus, Howrah-711109, from reliable, experienced, bonafied and resourceful manufacturer / authorized dealer / bonafied supplier, for the work, **Name of Work, Estimated Amount including 18% GST & 1% LW Cess, Earnest Money, Time of Completion**, Restoration of the boundary wall and the installation of a M.S. gate to provide access to the valve chamber at Tikiapara UGR., Rs.2,36,908/-, Rs.4,800/-, 30 days, **Last date & time of Online Bid Submission:** 28.05.2026 (Up to 17.00 hrs.), for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-34)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8370(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/MD-IV/ NIT- 01/2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-IV, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata- 700091, from eligible agencies, for the work, **Name of works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion**, Supply, delivery, installation of new submersible pump motor set for potable water supply with allied works in DTW based pumping station located at CharaPanchla, Panchla, Howrah., Rs.1,32,166/-, Rs.2,643/-, 07 Days as mentioned in the work order, **Last date &time of online Tender submission:** 29.05.2026 upto 14.00 hours.,for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-12)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8301(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/ED-IV/ e-NIT-01/2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-IV, EM Sector, KMDA, 3rd floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Kolkata-700091, from the eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Maintenance of CCTV Camera System installed at Garden Reach Flyover for a period of 01(one) year., Rs.4,10,326/-, Rs.8,207/-, 12 Calendar months, **Last date & time of online Tender submission:** 28/05/ 2026, 13.00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-11)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8300(1)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

SERVICE CONTRACT FOR ASH CLEANING FROM PENTHOUSE & REPAIRING OF PENTHOUSE CASING OF UNIT #2 BOILER DURING OH, UNDER BM1, AT SGTPP

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5445, Dtd: 19/05/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4047/26-27 Dtd: 12/05/2026

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for **"Service Contract for ash cleaning from penthouse & repairing of penthouse casing of Unit #2 Boiler during OH, under BM1, SgTPP." Tender Document Download Start Date:** 25/05/2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 01/06/2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8284(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT OF DIFFERENT TYPES OF LINERS AND WEAR PLATES OF BOWL MILL (XRP 803) OF UNIT #5 & #6

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5434, Dtd: 18/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3882/25-26

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of different types of Liners and Wear plates of Bowl Mill (XRP 803) of Unit #5 & #6." Tender document download start date:** 28.05.2026, 11:30 Hrs., **Bid submission end date:** 22.06.2026 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. U. Chakraborty, HOD, Purchase, KTPS. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8276(3)/2026

অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে ফ্যাসিলিটেটর নিযুক্তি

বিজ্ঞাপন নোটিস নং: সি/৫৫৫/এটিভিএম/পিএ/এপি/Pt. IV তারিখ: ৩০-০৪-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে দুই বৎসরের জন্যে এটিভিএমের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার হেতু ফ্যাসিলিটেটর নিযুক্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা এবং সাধারণ লোকজন থেকে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে স্থাপিত অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে ফ্যাসিলিটেটর নিযুক্তির হেতু আবেদন পত্র আহ্বান করছে।

বর্তমান ১ (এক) টি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের জন্যে পুনরায় আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা	স্টেশনের নাম	শ্রেণী	এটিএমের সংখ্যা আবশ্যক ফ্যাসিলিটেটর
১	জলপাইগুড়ি রোড	এনএসজি-৪	১

আবেদন পত্র জ্যেষ্ঠ ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয় থেকে যেকোনো কার্যশীল দিনে (সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত) প্রাপ্ত করতে পারবেন। আবেদন প্র পত্রের ব্যয়ঃ ১০০/- টাকা (অপরিশোধিত)।

একজন ফ্যাসিলিটেটর হিচাপে কাজ করার জন্যে নিযুক্তি প্রারম্ভিক দুই বৎসর পর্যন্ত হবে এবং পরে বাহাল থাকা নীতি-নির্দেশিকা অনুসারে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করা হবে। নির্বাচিত আবেদনকারী এটিভিএম ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে নিযুক্তির ভিত্তিক রেলওয়েতে কোনো ধরণের কর্ম সংস্থানের জন্যে কোনোধরণের দাবী করতে পারবেন না। রেলওয়ে তরফ থেকে কোনো ধরণের পারিশ্রমিক/বেতন/মজুরি প্রদান করা হবে না। নির্বাচিত ফ্যাসিলিটেটরকে এটিভিএম স্মার্ট কার্ডের উপরে সময়ে সময়ে প্রযোজ্য বোনাস রাখার অনুমতি দেওয়া হবে।

টেণ্ডার বক্স খোলার তারিখ: ১৬-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়।

বিজ্ঞাপন নোটিস এবং আবেদন পত্রের বিস্তৃত তথ্য ডাউনলোড করার জন্যে অনুগ্রহ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন:

জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অফবিট

আঘাত পেয়েও বেঁচে ছিল প্রাগৈতিহাসিক দানব! জার্মানিতে মিলল চমকপ্রদ প্রমাণ

জার্মানিতে আবিষ্কৃত বিরল জুরাসিক জীবাশ্ম নতুন করে ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানীদের, এই গবেষণা শুধু অতীতের সামুদ্রিক প্রাণীর গঠন নয়, আজকের চিকিৎসা, পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখাতে পারে, যা ভবিষ্যৎ গবেষণায় বড় ভূমিকা নিতে পারে।

এস. পাল

প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর আগের পৃথিবী-যখন ডাইনোসরদের পাশাপাশি সমুদ্র শাসন করত বিশাল আকারের সামুদ্রিক সরীসৃপ। সেই হারিয়ে যাওয়া যুগের এক অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য আবার সামনে এল জার্মানির মাটিতে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায়, জার্মানির বায়রয়থের কাছে মিস্টেলগাউ ক্লে পিটে আবিষ্কৃত হয়েছে এক বিরল এবং অত্যন্ত সংরক্ষিত ইকথিওসরের জীবাশ্ম। বিজ্ঞানীদের মতে, এই আবিষ্কার শুধু অতীতের প্রাণীদের সম্পর্কে নতুন তথ্যই দিচ্ছে না, বরং দেখাচ্ছে কীভাবে গুরুতর আহত হয়েও এই প্রাণী বেঁচে ছিল দীর্ঘদিন। এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্ল্যাটফর্ম ইউরেকঅ্যালার্ট-এ, যা ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

সমুদ্রের প্রাচীন শিকারি

এই জীবাশ্মটি টেমনোডোন্টোসরাস নামের এক বিশাল সামুদ্রিক সরীসৃপের। দেখতে অনেকটা আধুনিক ডলফিনের মতো হলেও, আকারে ছিল অনেক বড় এবং ছিল এক দক্ষ শিকারি। এই প্রাণীরা বাস করত আর্লি জুরাসিক যুগে, অর্থাৎ প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর আগে। তাদের লম্বা চোয়াল, ধারালো দাঁত এবং দ্রুত সাঁতার কাটার ক্ষমতা তাদের সমুদ্রের শীর্ষ শিকারিতে পরিণত করেছিল। নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাশ্মটি সেই সময়ের পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছে।

তিন মাত্রায় জীবাশ্ম

এই আবিষ্কারের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হল এর থ্রি-ডাইমেনশনাল প্রিজারভেশন বা তিন মাত্রায় সংরক্ষণ। সাধারণত জীবাশ্মগুলো চ্যাপ্টা অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু এই জীবাশ্মটি অত্যন্ত সুসংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

এতে সংরক্ষিত রয়েছে- • খুলি ও নিচের চোয়ালের অংশ • কাঁধের গঠন • সামনের পাখনা • মেরুদণ্ড • এবং ১০০টিরও বেশি দাঁত

এই ধরনের সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত সংরক্ষণ বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিরল সুযোগ, কারণ এতে তারা প্রাণীর অভ্যন্তরীণ গঠন আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ইকথিওসরটি জীবদ্দশায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। তার শরীরে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় সে আঘাতের পরেও অনেকদিন বেঁচে ছিল।

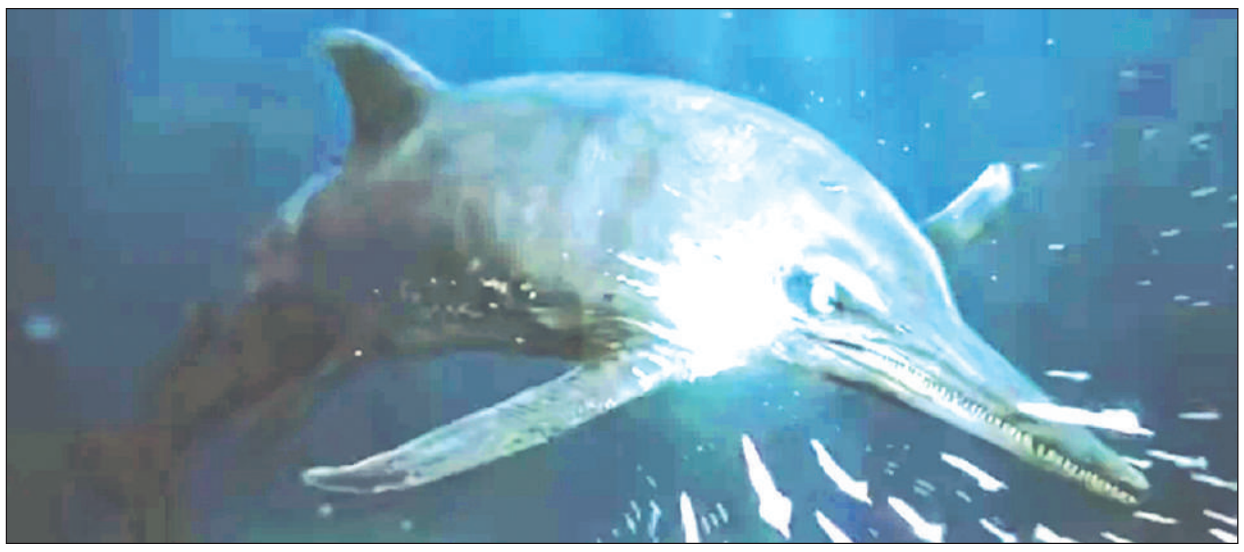

এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দেখায়- • এই প্রাণীদের শরীরের পুনরুদ্ধার ক্ষমতা কেমন ছিল • তারা কীভাবে শিকারি পরিবেশে টিকে থাকত • এবং তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল।

এটি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন সামুদ্রিক সরীসৃপদের জীবন ছিল অনেক বেশি জটিল এবং অভিযোজনক্ষম।

আজকের বিজ্ঞানে এর গুরুত্ব কোথায়?

জার্মানিতে আবিষ্কৃত এই বিরল সামুদ্রিক সরীসৃপের জীবাশ্ম শুধুমাত্র অতীতের এক ঝলক নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর আগের এই জীবাশ্ম আমাদের জানায়, পৃথিবীর প্রাণজগত কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও জীব কীভাবে টিকে থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন-আজকের দিনে এই আবিষ্কারের ভূমিকা ঠিক কী? এই জীবাশ্ম আমাদের জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে- অভিযোজন ও বেঁচে থাকার ক্ষমতা। যে প্রাণীটি গুরুতর আঘাত পাওয়ার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল, তার শরীরের গঠন ও পুনরুদ্ধার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে। মানুষের শরীরের ক্ষত নিরাময়, হাড়ের পুনর্গঠন কিংবা আঘাতের পর সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে এই তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। এই ধরনের সুসংরক্ষিত জীবাশ্ম পৃথিবীর প্রাচীন পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। সেই সময়ের সমুদ্রের তাপমাত্রা, খাদ্যশৃঙ্খল, শিকারি ও শিকারের সম্পর্ক- সবকিছুই এই একটিমাত্র জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে বোঝা সম্ভব। এর মাধ্যমে বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অতীতের তুলনা করা যায়, যা ভবিষ্যতের পরিবেশগত পরিকল্পনায় সাহায্য করে। এই আবিষ্কার প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। জীবাশ্মের তিন মাত্রিক গঠন বিশ্লেষণ করতে যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে আরও নিখুঁত গবেষণার পথ খুলে দিচ্ছে। এই প্রযুক্তি শুধু জীবাশ্ম নয়, চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই আবিষ্কার আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে। প্রাচীন সামুদ্রিক সরীসৃপ থেকে বর্তমানের জলজ প্রাণীদের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জীবনের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের পথ খুঁজে পান। এর ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নতুন কৌশল তৈরি করা সম্ভব হয়। এই ধরনের আবিষ্কার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ায়। সাধারণ মানুষ যখন জানতে পারে কোটি কোটি বছর আগের এক প্রাণীর গল্প, তখন তারা প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে আরও সচেতন হয়। এটি শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে বলা যায়, জার্মানিতে আবিষ্কৃত এই জুরাসিক যুগের জীবাশ্ম শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতি নয়-এটি বর্তমান বিজ্ঞানের জন্য এক শক্তিশালী হাতিয়ার, যা ভবিষ্যতের গবেষণা, চিকিৎসা, পরিবেশ রক্ষা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তালা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মেঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। হঠাৎ করেই মাঠের চেনা কোলাহল নেই। কোনও আগাম নোটিস ছাড়াই আচমকা তালা পড়ে গেল স্টেডিয়ামের মূল গেটে। বন্ধ হয়ে গেল ফুটবল লিগের অনুশীলন থেকে শুরু করে অ্যাথলেটিক্স-খেলাধুলো সংক্রান্ত সমস্ত রকম গতিবিধি। রাজ্য সরকারের এই অতর্কিত পদক্ষেপে ময়দানের ক্রীড়ামহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে ঐতিহ্যবাহী এই স্টেডিয়ামকে এভাবে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে দিতে হল, তা নিয়ে ইতিউতি ঘুরপাক খাচ্ছে একাধিক প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ক্রীড়াদফতরের নির্দেশে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এই তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিদিন এই মাঠে সাদার্ন সমিতি-সহ একাধিক ছোট ও মাঝারি ফুটবল ক্লাব এবং বহু উদীয়মান অ্যাথলিট নিয়মিত অনুশীলন করেন। আচমকা মাঠ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। সাদার্ন সমিতির প্রধান কর্তা সৌরভ পাল বলেন, ''হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম। আজ ক্লাবের সব ক'টি বিভাগ, এমনকি মেয়েদের দলও এই মাঠেই প্র্যাকটিস করত। যারা নিয়মিত লিগ খেলে এবং নথিভুক্ত ক্লাব, তারা সবাই মিলে ঠিক করেছে এই বিষয়ে সরকারকে যৌথ চিঠি দেবে। অন্তত অনুশীলনের সুযোগটুকু যাতে বহাল রাখা হয়, সেই আর্জি জানানো হবে।'' হঠাৎ মাঠ বন্ধের নেপথ্যে সরকারের এক দূরগামী পরিকল্পনা রয়েছে বলে নবান্ন ও ক্রীড়াদফতর সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামকে সম্পূর্ণ নতুন ও আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চাইছে নতুন সরকার। বিশেষ করে নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের মস্তিস্কপ্রসূত একাধিক বড় পরিকল্পনা রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী মাঠকে ঘিরে।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ৪১ ২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে]** কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার আওতাধীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সেস মেরামতির কাজ ঃ হাওড়া - বালি কর্ড ঃ ডাউন কর্ড ৯.৪৭০-১০.০০০ = ৬৬৮ ঘনমি, আপ কর্ড ৪.০৯০-৪.৫৭০ = ৬০৮ ঘনমি, ৫.১০০ - ৫.৯৮০ =১৩৪৯ ঘনমি, ৭.০০০ - ৮.০০০ = ১৫৭৫ ঘনমি, ৯.০০০-১০.০০০ =১৬৮০ ঘনমি, হাওড়া -বালি ডিজেল ইনকামিং লাইন ০.৭৫০ -১.১৫০ = ৬৩৫ ঘনমি, ডিজেল শেড ইঞ্জিন বাহার লাইন ০ -০.৪৮৮ = ৯৫৬ ঘনমি, ডাউন ৭.০০০- ৮.০০০ = ১৬১০ ঘনমি, রিসিভিং লাইন ১০ - ০.৭৮৪ = ১৪৩৫ ঘনমি, আপ এভিডিজি লাইন ২.১৫০-২.৭৫০ = ১৩৭৭ ঘনমি, বালি - ব্যাণ্ডেল ঃ ডাউন ১০.০০০ - ১৪.০০০ = ৪৪১০ ঘনমি, আপ ১০.০০০-১২.০০০ = ২১০০ ঘনমি, ১৬.০০০-১৯.০০০ = ৪৪১০ ঘনমি, শেওড়াফুলি - গোঘাট ঃ ডাউন ১৩.৫০০- ১৭.৬৫০ = ২০৭৫০ ঘনমি, ১৩.৭২৮ -১৪.৮৭৫ = ৫১৬২ ঘনমি, এসএল ৩৮.৫০০ - ৩৮.৫৬৩ = ২৮৪ ঘনমি, ৩৯.০৩৩ - ৪১.৩৬৬ = ১০৫০০ ঘনমি, ৪১.৮৯৫ - ৪৭.৫১৪ = ২০৮০০ ঘনমি, ৪৮.১৫০ - ৪৮.৩২৪ = ৭৮৩ ঘনমি, ৫১.৫৪৮ - ৫৮.৬১০ =৩১৭৮০ ঘনমি, ৬০.১৯৪-৬২.০৩১=৯১০০ ঘনমি, ৬২.৪৯৩-৬২.৭৯০ = ১৪৭০ ঘনমি, ৬২.৮৩০ - ৬৩.২৩০ = ১৯৮০ ঘনমি, ৬৩.৫০০ -৬৪.১০০ = ২৯৭০ ঘনমি, ৬৪.১৮০ -৬৪.৬০০ = ২০৭৯ ঘনমি, ৬৪.৮০০ -৬৮.৫৫০ =১৮৫৬০ ঘনমি, আপ ৪.৪৭২ - ৪.৭৮৬ = ৮৪৮ ঘনমি, ১৩.৫০০ -১৭.৬৫০=২০৭৫০ ঘনমি, ব্যাণ্ডেল -শক্তিগড় ঃ ডাউন ৫৬.০০০ -৫৮.০০০ = ৯৭৭২ ঘনমি, ৬৭.৫০০-৬৯.০০০ =৭৫০০ ঘনমি, ৭৩.০০০ - ৭৩.৮০০ = ৪০০০ ঘনমি, ৭৯.৩২০ - ৮০.৬৯০ = ৬৭০৩ ঘনমি, ৮২.৫৩০- ৮৪.৩৭০= ৮১১০ ঘনমি, ৮৪.৭৮০ - ৮৭.০০০ = ১১১০০ ঘনমি, ৮৮.৭৯৫ - ৯০.৮০০ = ৯৬৪১ ঘনমি, আপ ৫৭.১৬৫ - ৫৮.৭২০ = ৫৭৩৮ ঘনমি, ৫৯.৪৩০ -৫৯.৬৪০ = ৭৯৪ ঘনমি, ৬১.৬৩৫ -৬২.৫৫০ = ৩৪৫৯ ঘনমি, ৭৩.১৬০ - ৭৪.২১০ = ৩৮৭৫ ঘনমি, ৮২.৭৯০ - ৮৩.২৬৫ = ১৮৩৮ ঘনমি, ৮৮.১৬০ - ৮৮.৫৩০ = ১৪৯৯ ঘনমি। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮,০১,০০,১৩৪.২৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৬,০২,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না IHWH-89/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইবোলা ভাইরাস নিয়ে ভারতেও জারি হয়ে গেল সতর্কতা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ ইবোলা ভাইরাস-কে গ্লোবাল হেলথ ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এবার ইবোলা নিয়ে ভারতেও সতর্কতা জারি হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই মারণ ভাইরাস নিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কী বলা হয়েছে তাতে? ইবোলা ভাইরাস এখন কঙ্গো ও উগান্ডায় মারণ রূপ ধারণ করেছে। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যে। আক্রান্ত শতাধিক। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন সতর্কতা জারি করেছে, তখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবও বুধবারই সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের রিভিউ বৈঠক করেন। এরপরে দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেও সতর্কতা জারি করে বলা হয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে আগত যাত্রীদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ থাকেন বা ওই দেশ থেকে ট্রানজিট করেন, তাহলে যেন অবিলম্বে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে রিপোর্ট করেন। দিল্লি বিমানবন্দর কঙ্গো,

উগান্ডা, সাউথ সুদানকে 'হাই রিস্ক' দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই দেশ থেকে আসা বা ট্রানজিট করা যাত্রীদের অবিলম্বে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। যদি কারোর জ্বর, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, পেশিতে যন্ত্রণা, বমি, ডায়ারিয়া, আচমকা রক্তপাত বা গলা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির রক্ত বা অন্য তরলের সংস্পর্শে আসেন, তাহলে অবিলম্বে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য অফিসারদের কাছে বা হেলথ ডেস্কে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের আগে। যদি কারোর ভারতে আসার ২১ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়, তবে অবিলম্বে মেডিক্যাল কেয়ার নিতে এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ট্রাভেল হিস্ট্রি সম্পর্কে জানাতে বলা হয়েছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-তে এখনও পর্যন্ত ৫১ জন ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে এই অতিমারি আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা কাজ করছিল পাকিস্তানি জঙ্গিদের হয়ে!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ পাকিস্তানের কারসাজি থামছে না। কাশ্মীরের পর এবার দিল্লি সংলগ্ন এনসিআর এলাকায় কিশোরদের উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কে কাজে লাগাচ্ছে পাকিস্তান। কীভাবে তারা জাল ছড়াচ্ছে? তা উঠে এল এনআইএ-র তদন্তে। জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। সংবেদনশীল এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তির সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজে নিযুক্ত ছিল এই কিশোররা। সিসি ক্যামেরার ভিডিয়ো আউটপুট এবং সুনির্দিষ্ট জিপিএস লোকেশন সহ সমস্ত তথ্য পাকিস্তানি উগ্রপন্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রেলস্টেশন ছাড়াও একাধিক চূড়ান্ত সংবেদনশীল-তেও সিসি ক্যামেরা ইনস্টলের সুযোগ নিয়ে জিয়ো ট্যাগিং-সহ ফুটেজ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও নিজেদের নামে সিমকার্ড নিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের

অভিযোগে পাঁচ কিশোরের বিরুদ্ধে গাজিয়াবাদের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড-এ বিস্তারিত তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে এনআইএ। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি লাগোয়া কৌশাম্বী রেলস্টেশন সহ একাধিক রেল স্টেশনে সোলার পাওয়ারড লিঙ্কম্যানদের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত কিশোরদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের এ কাজ করানো হয়েছে। এই নিয়ে আরও তদন্ত করছে এনআইএ।

তাপপ্রবাসের পর ১০০ কিমি বেগে ঝড়, তাপমাত্রার ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ উত্তর ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহ। গরমে জ্বলছে দেশের একাধিক শহর। কলকাতাতেও হাঁসফাঁস অবস্থা। সকাল থেকে রোদের তেজ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমের তীব্রতা বাড়ছে। দিল্লিতে পরিস্থিতি ভয়াবহ। আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে। দিল্লি ছাড়াও রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানা জুড়ে একাধিক এলাকায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করেছে ভারতের এনসিআর-এ রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ভোর থেকেই গরম বাতাস বইতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকছে। ভারতের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৩টি রাজ্য জুড়ে ঝড় ও বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের উপর সৃষ্ট একটি সক্রিয় নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের সম্মিলিত প্রভাবে বজ্রবিদ্যুত-সহ ভারী বৃষ্টি, ঝড়, শিলাবৃষ্টি সতর্কতা জারি করেছে। কিছু কিছু

আবহাওয়া দফতর। তবে, তাপপ্রবাহের পরই ভয়ঙ্করভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিমি বেগে ঝড় বইতে পারে। দিল্লি থেকে বান্দ এবং জয়পুর থেকে পটনা পর্যন্ত তীব্র গরমে দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হচ্ছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি শহরে তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বান্দা দেশের উষ্ণতম স্থান হিসেবে উঠে এসেছে। তাপপ্রবাহের আশঙ্কায় ২৬ মে পর্যন্ত দিল্লি-এলাকায় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এদিকে, মৌসুমী বায়ু ইতিমধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করেছে। স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আবহাওয়া দফতরের অনুমান অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই, অর্থাৎ ২৬ মে-র মধ্যে কেরলমে বর্ষা চলে আসতে পারে। এই গতি অব্যাহত থাকলে, বর্ষার মরসুমের আগেই স্বস্তি পেতে পারে বিভিন্ন রাজ্যগুলি। ইতিমধ্যেই কেরলম, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র প্রদেশ জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

'৬০ দিনের মধ্যে কাজ খুঁজুন, তা না হলে দেশ ছাড়তে হবে'

এবার বিপাকে হাজার হাজার ভারতীয়

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২১ মেঃ কেরিয়ারে উচ্চাকাঙ্খা ও অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন বহু ভারতীয়। আমেরিকায় এরকম কর্মরত ভারতীয়র সংখ্যা প্রচুর। বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করছেন অনেকে। এমনকী, বিভিন্ন সংস্থার বড় পদে রয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাঁরা সংসার পেতেছেন। বাড়ি কিনেছেন। বিদেশেই থিতু হয়েছেন। কিন্তু, একটা ইমেইল অনেক কিছু বদলে দিচ্ছে। মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থায় কর্মী ছাঁটাইয়ের ধুম বেড়েছে। ভারতীয় চাকুরিজীবীদের মধ্যে আরও একটা পুরোনো ভয়কেও জাগিয়ে তুলছে। ভয়টা হল চাকরি হারালে দেশে থাকার অধিকারও হারাতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে কি আমেরিকার দরজা বন্ধ হতে চলেছে ভারতীয়দের জন্য? আমেরিকায় কর্মরত বেশিরভাগ ভারতীয় এইচ-১বি ভিসায় কাজ করেন। যা সরাসরি তাঁদের নিয়োগকর্তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। চাকরি হারানোর পর থেকেই সময় গোনা শুরু হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ভিসায় স্পনসর করতে ইচ্ছুক এমন অন্য নিয়োগকর্তা খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা সাধারণত মাত্র ৬০ দিন সময় পান। যদি দুই মাসের মধ্যে চাকরি খুঁজে না পান, তাহলে দেশ ছাড়তে হবে। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস দ্বারা নির্ধারিত

নিয়ম অনুযায়ী, ছাঁটাই হওয়া এইচ-১বি কর্মীরা সাধারণত তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করার জন্য ৬০ দিনের একটি সময় পান। এই সময়ের মধ্যে তারা এমন অন্য নিয়োগকর্তার সন্ধান করতে পারেন যিনি তাঁদের ভিসার স্পনসর করতে ইচ্ছুক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ৬০ দিনের এই সময়কাল সাধারণত কর্মচারীর শেষ কর্মদিবস থেকে শুরু হয়। শেষ বেতন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার দিন থেকে নয়। আমেরিকায় কর্মরত অনেক ভারতীয় গ্রিন কার্ডের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছেন। কারও কারও সন্তান আমেরিকাতেই জন্মগ্রহণ করেছে। আবার কেউ কেউ সেখানে দীর্ঘকাল বসবাস করার জন্য বাড়ি কিনেছেন। চাকরি হারালে প্রায় রাতারাতি সেই সমস্ত পরিকল্পনা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। নতুন নিয়োগকর্তা খুঁজে পাওয়া প্রায়শই সহজ হয় না। চাকরির ইন্টারভিউতে সময় লাগে, ভিসা স্থানান্তরের জন্য কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়। সাধারণত আইনজীবীরা ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের ফর্ম আই-৫৩৯ পূরণ করে সাময়িকভাবে বি-১ বা বি-২ ভিজিটর ভিসা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিকল্পটি এখনও আইনত উপলব্ধ রয়েছে। তবে, সম্প্রতি জানা গিয়েছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ এখন এই ধরনের আবেদনপত্রগুলো আগের থেকে অনেক বেশি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখছে। কর্মীদের মধ্যে এই আশঙ্কা বেড়েছে যে বিকল্প পরিকল্পনাগুলোও হয়তো আর সেভাবে স্বস্তি দেবে না। তাই উদ্বেগ আরও বাড়ছে। সিলিকন ভ্যালির কোম্পানিগুলো আবারও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মেটা প্রায় ৮ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। একাধিকবার কর্মী ছাঁটাইয়ের পর অ্যামাজনও তাদের দল ছোট করা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে লিঙ্কডইনও গত কয়েক মাসে একাধিক কর্মীকে ছাঁটাই করেছে।

CHANGE OF NAME

I, Md Nasiruddin Sk (Old Name) S/O–Muslim Saikh resident of Vill & Po-Sundipur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Nasiruddin Sk to Nasir Saikh and henceforth I shall be known as Nasir Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/ 2026. My name Nasir Saikh & Md Nasiruddin Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Reena Roy Sarkar w/o Adhir chandra Roy my Name has been wronghly recorded in my Daughter Avishruti Roy Birth certificate as Reena Roy issued by krishnagar municipality as Reena Roy Affidavit by Judicil Magistrate krishnagar court on 21/5/26 I Reena Ray Sarkar and Reena Ray both are same person.

CHANGE OF NAME

I, Sofikujjaman Sk (Old Name) S/O–Samser Ali Mondal resident of Saluya , Baruipara, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Sofikujjaman Sk to Sofikujjaman Mondal and henceforth I shall be known as Sofikujjaman Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2026. My name Sofikujjaman Mondal & Sofikujjaman Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saheda Khatun (Old Name) W/O–Md Rahmatullah resident of Parasamundi , Mangalbari, Englishbazar, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732142 do hereby declared that I have changed my name from Saheda Khatun to Mst Saheda Khatun and henceforth I shall be known as Mst Saheda Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/ 2026. My name Mst Saheda Khatun & Saheda Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Imdadul Islam (Old Name) S/O–Based Ali resident of Vill –Umarpur City , Po-Ghorshala, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742235 do hereby declared that I have changed my name from Imdadul Islam to Emdadul Islam and henceforth I shall be known as Emdadul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/ 2026. My name Emdadul Islam & Imdadul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tahseen Bibi (Old Name) W/O–Mobin Quraishee resident of Vill & Po-Kantagoria , Ps-Nalhati, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my name from Tahseen Bibi to Taisin Bibi and henceforth I shall be known as Taisin Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/ 2026. My name Taisin Bibi & Tahseen Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mobin Quraishi (Old Name) S/O–Ibrahim Quraishee resident of Vill & Po-Kantagoria , Ps-Nalhati, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my name from Mobin Quraishi to Mobin Quraishee and henceforth I shall be known as Mobin Quraishee (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/ 2026. My name Mobin Quraishee & Mobin Quraishi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tomena Bibi (old name) W/o- Sunuruddin Momin residing at Nagar, Nagar, khargram, Dist-Murshidabad, Pin-742159 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from TOMENA BIBI to TOMEJA KHATUN and henceforth I shall be known as TOMEJA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 21/05/2026. TOMENA BIBI (old name) and TOMEJA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pradyut Paul,S/o Lt Jadu Kumar Paul residing at 349/21 Kankpul, P.O. Kankpul, P.S. Ashoknagar, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Pradyut Paul to Pradyut Pal and henceforth I shall be known as PRADYUT PAL in all purpose vide affidavit No.615 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 14/5/2026. Now Pradyut Paul and Pradyut Pal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I am Smt. Sima Pal W/o Gopal Pal was known Soma Dutta D/o Late Biswanath Dutta before my marriage do here by declared that I have changed my name Soma Dutta to Sima Pal vide affidavit no. 6267 on 05/03/26 before the Sealdah Court of LD first Class Judicial magistrate That Sima Pal and Soma Dutta is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohiuddin Sk (old name) S/o- Abdil Sekh residing at Jompukur, Debagram, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHIUDDIN SK to MAHIRUDDIN SEKH and henceforth I shall be known as MAHIRUDDIN SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 21/05/2026. MOHIUDDIN SK (old name) and MAHIRUDDIN SEKH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bushra Ghazal, W/o.- Md. Aftabuddin, D/o.- Abdul Haleem & Shabina Parveen, R/o.- 118, Elliot Road, P.S.- Park Street, Kol-700016, WB, my parents actual name spelling has been wrongly recorded Abdul Halim & Sahbina Parveen in place of Abdul Haleem & Shabina Parveen, vide an Affidavit No. 811, dtd. 19.05.26, before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Calcutta. That, Abdul Haleem@Abdul Halim & Shabina Parveen@Sahbina Parveen both are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Saikh Safiul Alam, S/O Lt. Samiruddin Saikh, গ্রামঃ কাশিপুর, এপাঃ সন্ধ্যাজল, থানাঃ তারাপীঠ, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Samiruddin Saikh যা আমার আধার, প্যান কার্ডে এবং বাবার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ডে এবং মৃত্যু সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার বাবার নাম Md Samiruddin Saikh যা আমার পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র ওপেন স্কুল সার্টিফিকেট এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৮.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Saikh Safiul Alam and Md Samiruddin Saikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

মুর্শিদাবাদে চললো বুলডোজার, জমি মাফিয়াদের গ্রাস থেকে মুক্ত ঐতিহাসিক 'ম্যাকাঞ্জি পার্ক'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মিঠুন হালদার, ২১ মে ঃ অবশেষে স্বস্তি ফিরল জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জবাসীর। জমি মাফিয়াদের কবল থেকে মুক্ত হলো

এলাকার 'ফুসফুস' এবং ক্রীড়াপ্রেমীদের আবেগ, ঐতিহাসিক ম্যাকাঞ্জি পার্ক ময়দান। জঙ্গিপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জীর অনমনীয় জেদেই সম্ভব হলো এই উদ্ধার অভিযান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই এই খেলার মাঠটির ওপর নজর ছিল স্থানীয় প্রভাবশালী জমি মাফিয়াদের। ক্ষমতার দম্ভে মাঠটি দখলের উদ্দেশ্যে তারা মাঠের মাঝখান দিয়েই বেআইনিভাবে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করে ফেলেছিলো। ঐতিহ্যবাহী খেলার মাঠকে এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করার নজিরবিহীন ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছিল যমজ শহরের মানুষ। পাশাপাশি প্রশাসনের একাংশের নিষ্ক্রিয়তায় জমি মাফিয়ারা বুক ফুলিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও আবেগকে মর্যাদা দিয়ে নির্বাচনের পরেই ময়দানে নামলেন বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী। জনগণের সম্পত্তি কোনওভাবেই মাফিয়াদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। এই নীতিতে অটল থেকে তাঁরই সরাসরি উদ্যোগে ম্যাকাঞ্জি পার্কে নামলো বুলডোজার। মাঠের বুক চিরে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা কংক্রিটের রাস্তা নিমেষে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গিপুরের ইতিহাসে জমি মাফিয়াদের দাপট রুখতে এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ফেরাতে এমন কঠোর ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ এই প্রথম। বিধায়কের 'বুলডোজার অ্যাকশন' জমি মাফিয়া চক্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের মতে, ম্যাকাঞ্জি পার্ক শুধু মাঠ নয়, এটি যমজ শহরের সংস্কৃতি, ক্রীড়া চর্চা এবং কিশোর-যুবকদের শৈশব-কৈশোরের আবেগ। মাঠটি পূর্বাবস্থায় ফিরে পাওয়ায় এলাকায় এখন স্বস্তির হাওয়া। এলাকাবাসী ও ক্রীড়াপ্রেমী সংগঠনগুলি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সুখদেব দাস নামে এক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, এই মাঠের পাশে একটি পুকুর ছিল। মাঠের জল গিয়ে পুকুরে পড়তো। কিন্তু পূর্বতন সরকারের আমলে জমি মাফিয়াদের তান্ডবে জোর করে এই পুকুর ভরাট করা হয়। সেই সময় আমরা সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে প্রচুর আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের তরফে আমাদের কোনও সাহায্য করা হয়নি এবং আমরা পুকুর ভরাট রুখতে পারিনি। শুধু তাই নয়, এই মাঠটিকে জমি মাফিয়াদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মাঠের মাঝ বরাবার কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হয়। ফলে খেলাধূলার জন্যে আমরা এই মাঠকে আর ব্যবহার করতে পারতাম না। তিনি আরও বলেন, এখন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি সহায়তায় আমরা আবার এই মাঠ পুনরুদ্ধার করতে পারলাম। একাধিক এলাকাবাসীর কথায়, আমরা ভাবতেই পারিনি এই মাঠ আর ফিরে পাব। চিত্তবাবুর এই সাহসী পদক্ষেপ জঙ্গিপুরের ইতিহাসে লেখা থাকবে। মাঠ বাঁচিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, জনমতই শেষ কথা। মাঠ পুরোপুরি দখলমুক্ত হওয়ার পর স্থানীয়দের তৎপরতায় এবার সেখানে নতুন করে খেলাধূলা ও সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ ফেরানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

গরম থেকে চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের রক্ষা করতে একাধিক ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে ঃ গরমের হাত থেকে চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের রক্ষা করতে নেওয়া হচ্ছে একাধিক ব্যবস্থা। খাদ্যতালিকা পরিবর্তনের কথা ভাবছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দেওয়া হচ্চে ফল। গরম থেকে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করতে নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যথাসম্ভব পরিবেশ শীতল রাখার চেষ্টা চলছে। জল থেকে শীতল পরিবেশ, সবকিছুর মাধ্যমে পশুপাখিদের সাময়িক স্বস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এই গরমে জলের কষ্ট সবথেকে বেশি থাকে। সেজন্য সমস্যা মেটাতে স্প্রিংলারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার ফলে গরমের সময়ে পশুপাখিরা কিছুটা হলেও গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ ছাড়াও তাদের জন্য সারাদিন পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হবে। এই গরমের কথা ভেবে প্রাণীদের খাদ্যতালিকায় চিকেন এবং পর্ক রাখার চিন্তাভাবনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। এ নিয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দাবি এই বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেই খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন করা হবে। তীব্র গরমের কারণে পশুপাখিদের যাতে শারীরিক সমস্যা না হয়, সেজন্য বিশেষ ছাউনির ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। সঙ্গে পরিবর্তন করা হবে তাদের খাদ্যাভাসেও। তাদের শরীরে যাতে জলের ঘাটতি না হয়, সেই কারণে তরমুজ-সহ নানা রকম ফল রাখা হচ্ছে খাবারের তালিকায়। জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হচ্ছে সময়ে সময়ে। মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্যাভাসেও পরিবর্তন আনার ভাবনা চিন্তা করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। সাধারণত উচ্চ মাত্রায় ফ্যাট এবং প্রোটিন কন্টেন্টের কারণে হায়নার মতো 'বিগ ক্যাট' গোত্রীয় প্রাণীদের খাদ্যতালিকায় মাংস থাকে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT on behalf of EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
72/GPW/WBFDCL/ 2025-26 (2nd Call)	Landscaping and Beautification work including Stainless Steel railing with Granite Platform and Water Networking at Madhusudan Mancha, Kolkata.	22.05.2026	06.06.2026

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House,
Kolkata - 700-001, WB, India,
Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 29th May, 2026 at its registered office at 3.30 P.M. to consider inter alia Audited Financial Result for the 4th Quarter and Year ended 31st March, 2026.
The said information is also available on the Company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com.

Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO
Place : Kolkata
Date: 21.05.2026
eCSIN-EA013288A000046618

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলে ঠিকাভিত্তিক চিকিৎসক পদের জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার

নিযুক্তি নোটিস সংখ্যা. ০১/২০২৬/জিএজেড (সিএমপি) তারিখঃ ২০-০৫-২০২৬

সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৬ (বুধবার), সময়ঃ ১০.০০ টায়। স্থানঃ মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষকের কার্যালয়, রঙ্গিয়া, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রঙ্গিয়া-৭৮১৩৬৫।

পদের সংখ্যাঃ ০২ (দুটি), সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন = ইউআর-০২।
স্টেশনের নামঃ

ক্রমিক সংখ্যা	চিকিৎসালয়/এইচইউর নাম	পদের সংখ্যা	শাখা
১	বঙ্গাইগাঁও হেল্থ ইউনিট	০১	জিডিএমও (সিএমপি)
২	ডিআরএইচ/নিউ বঙ্গাইগাঁও	০১	জিডিএমও (সিএমপি)

ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীগণ **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে"র** জন্যে সংযোজনী-এতে থাকা অনুসারে পূরণ করা আবেদন পত্রের সঙ্গে সমগ্র প্রমাণপত্র/শংসাপত্রের মূল এবং প্রত্যায়িত প্রতিলিপি সহ এবং দুটি পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ সহিত আগামী **১৭-০৬-২০২৬** তারিখের **১০.০০** ঘন্টায় মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, রঙ্গিয়া-৭৮১৩৬৫ এর কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে হবে। যেকোনো ভুল তথ্য/জাল শৈক্ষিক প্রমাণপত্র/প্রশংসাপত্র আদির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের প্রযোজ্য আইনের অধীনে প্রার্থীকে দায়বদ্ধ করা হবে।

এই অধিসূচনাটি ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.nfr.indianrailways.gov.in (general infor-departments-personnel-offline interview)** এ আপলোড করা হয়েছে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (পি), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভোররাতে কালবৈশাখীর তাণ্ডব! লণ্ডভণ্ড বাড়ি-ঘর, থমকে গেল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ মে ঃ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকা প্রবল ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল জলপাইগুড়ি সদর ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রায় ২৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন পোলট্রি ফার্মে। ছিঁড়ে পড়েছে বিদ্যুতের তার, ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবাও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাঠে নেমেছে সিভিল ডিফেন্স ও স্থানীয় প্রশাসন। ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকা নেমে এল তাণ্ডব! বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রবল ঝড়ে কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় জলপাইগুড়ি সদর ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘুম ভাঙতেই চারপাশে শুধুই ভাঙাচোরা গাছ, ছিন্ন বিদ্যুতের তার আর আতঙ্কিত

মানুষের ছুটোছুটি...এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে সকালবেলায়। ঝড়ের প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও। হলদিবাড়ি- নিউ জলপাইগুড়ি শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন হয়ে নিউ জলপাইগুড়িগামী সকালের ডিএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন নির্ধারিত সময়ে না পৌঁছানোর জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। ঝড়ের কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেন দেরি করে আশায় জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাত্রীরা দুর্ভোগে। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পরিদর্শনে এসেছেন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বাইকে করে পরিদর্শন করছেন। পৌরসভার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও ঝড়ের দাপট ছিল সমান তীব্র। বিশেষ করে মণ্ডলঘাট এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। বহু বাড়ির টিনের ছাউনি উড়ে গেছে, গাছ উপড়ে পড়েছে রাস্তায়। সদর ব্লকের কোরানিপাড়া এলাকাতেও একই চিত্র। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের পাঠানো হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়, শুরু হয়েছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কাজ। ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকরাও রয়েছেন ঘটনাস্থলে। জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী জানিয়েছেন, ঝড়ের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। বিডিও ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে টিম পাঠিয়েছেন। প্রায় আড়াইশোর মতো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন মুরগির ফার্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত্যু মিছিল মুরগির। তবে হঠাৎ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা সাধারণ মানুষ। বিদ্যুৎ পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও বহু জায়গায় ব্যাহত হয়েছে বলে খবর। তবে প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছে। ভোরের ঝড় থেমে গেলেও, তার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি জলপাইগুড়ি।

সাফল্যের সোপানঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সাথে আপনার সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তুলুন

কলকাতা, ২১ মে ঃ আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে, তাদের জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা শেখাতে এবং মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকরির সুযোগের দুয়ার খুলে দিতে একটি চমৎকার মাধ্যম খুঁজছেন? ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস তরুণ ছেলে-মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার, শৃঙ্খলা এবং সমাজসেবার এক মহান ঐতিহ্যে স্বাগত জানাচ্ছে, যা তাদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় রেলে স্কাউটিং-এর শিকড় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রোথিত, যা এটিকে দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে সম্মানিত যুব সংগঠনে পরিণত করেছে। বিগত কয়েক দশক ধরে, এই আন্দোলন যুব উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রশাসনের অধীনে সরাসরি পরিচালিত এই সংস্থাটি প্রজন্ম ধরে সাধারণ শিশুদের দায়িত্বশীল, সাহসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে, যারা সর্বদা দেশের সেবা করতে প্রস্তুত। এই অবিশ্বাস্য যাত্রার দরজা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, রেলওয়ে কর্মচারীদের সন্তান এবং স্থানীয় যুবসমাজ সহ সকলের জন্য উন্মুক্ত। অভিভাবকেরা খুব সহজেই হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদার মতো প্রধান ডিভিশনগুলিতে অবস্থিত নিকটবর্তী ইস্টার্ন রেলওয়ে জেলা সদর দফতরে গিয়ে তাঁদের সন্তানদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুরা 'কাব' এবং 'বুলবুল' হিসেবে যোগ দিতে পারে, ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সে 'স্কাউট' ও 'গাইড' হিসেবে এগিয়ে যেতে পারে এবং সবশেষে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত 'রোভার' ও 'রেঞ্জার' হতে পারে। স্কাউটিং কেবল শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এটি আউটডোর বা বহিরাঙ্গন অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে শিক্ষার ওপর জোর দেয়। সুপরিকল্পিত সপ্তাহান্তের ক্যাম্প এবং সমাবেশের মাধ্যমে তরুণ সদস্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা, গিঁট বাঁধা, মানচিত্র পঠন এবং জরুরি উদ্ধারকাজের মতো প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করে। এই ব্যবহারিক দক্ষতার পাশাপাশি, শিশুরা হাইকিং, নাইট ক্যাম্পিং, তারামণ্ডল পর্যবেক্ষণ, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক উৎসবের মতো প্রাণবন্ত পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, যা তাদের দলগত কাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সমাজসেবার মূল্যবোধ শেখায়। এই সংস্থায় যোগদান করা একটি শিশুর ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার

জন্যও একটি বড় বিনিয়োগ। উচ্চ- কৃতিত্ব অর্জনকারী সদস্যরা মর্যাদাপূর্ণ 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' পেতে পারেন, যা ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং যেকোনো জীবনবৃত্তান্তে একটি দুর্দান্ত মাত্রা যোগ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারতীয় রেলওয়ে তার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ 'স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস কোটা' সংরক্ষণ করে, যা প্রত্যয়িত সদস্যদের একচেটিয়া অগ্রাধিকার এবং নিরাপদ সরকারি চাকরির জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদ প্রদান করে। এই আন্দোলনের মহৎ লক্ষ্য তুলে ধরে শিবরাম মাঝি, যিনি ইস্টার্ন রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের রাজ্য সম্পাদক এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দ্বৈত দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি জানান যে তরুণ প্রজন্মের আত্মনির্ভরশীলতা এবং অন্যকে সাহায্য করার বিশুদ্ধ আনন্দ শেখানোর মাধ্যমে তাদের চরিত্র গঠন করাই মূল লক্ষ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই তরুণ সদস্যদের নিষ্ঠা সত্যিই অতুলনীয়। তিনি আরও যোগ করেন যে, ব্যাপক ব্যক্তিগত বিকাশের পাশাপাশি এই অনন্য প্ল্যাটফর্মটি ভারতীয় রেলওয়ের নিরাপদ নেটওয়ার্কের মধ্যে সরাসরি চাকরির সুযোগ সহ অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের পথ খুলে দেয়।

জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারি গাড়ি ছেড়ে বাসে দুর্গাপুর গেলেন বর্ধমানের প্রশাসনিক কর্তারা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ মে ঃ জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিতে নজিরবিহীন উদ্যোগ নিল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে সরকারি গাড়ির বদলে বাসে করেই রওনা দিলেন জেলার শীর্ষ প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এদিন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, পুলিশ সুপার সায়ক দাস-সহ প্রশাসন ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ব্যক্তিগত বা সরকারি আলাদা গাড়ি ব্যবহার করেননি। পরিবর্তে প্রশাসন ও পুলিশের জন্য দুটি বেসরকারি লাক্সারি বাসের ব্যবস্থা করা হয়। সেই বাসে করেই তাঁরা দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি ও অপরিশোধিত তেলের বাজারে সংকট দেখা দিয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভারতেও। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানি সাশ্রয় এবং অপ্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবহার কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, সরকারি কাজে একাধিক গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে জ্বালানি খরচ নিয়ন্ত্রণে আনতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বীরভূম জেলার শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে প্রশাসনিক মহলের একাংশ 'ব্যতিক্রমী ও ইতিবাচক উদ্যোগ' বলেই মনে করছেন। জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি সাশ্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি স্তর থেকেই তেলের অপচয় রোধে সচেতনতার বার্তা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নবাবি আমলের বহু প্রজাতির আম বিলুপ্তির পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ মে ঃ গরমকাল মানেই আমের সময়। বঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই আম পাওয়া গেলেও মুর্শিদাবাদের সঙ্গে আমের সম্পর্ক বহু দিন যাবৎ। নবাবরা মুর্শিদাবাদে রাজত্ব করার পরে আমের সুখ্যাতি আরও বেড়েছে। তবে আমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গুণমান কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। ঐতিহ্যবাহী আমের বাজার মূল্য জেলায়, আম প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ টাকা অবধি হয়ে থাকে। তোপখানা গ্রামে রইস বাগ বাগানটি মীরজাফরের বংশধর সৈয়দ রইস মির্জা ঊনবিংশ শতকের প্রায় প্রথমদিকে তৈরি করেন। মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী আমগুলির বিষয়ে উদ্যান পালন আধিকারিক জানিয়েছেন, 'নবাবি আমের মধ্যে কোহিতুর, চম্পা, রানী পসন্দ, সফদার পসন্দ, মোলায়েমজাম উল্লেখযোগ্য।'' রইস মির্জার বাগানে এখনও ৭৬ রকমের আম আছে। সেই সময়কালে পুরনো নবাবি বাগানগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। তাই নবাবি আমলের পুরনো আম সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে রইস মির্জা এই বাগানে পুরনো আমলের প্রায় শতাধিক প্রজাতির আম গাছ লাগিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে জেলার ঐতিহ্যবাহী আমগুলি নিয়ে। যদিও অনেক আমই এখন বিলুপ্তির পথে। মির্জ পসন্দ, রানী পসন্দ, সফদার পসন্দ, কোহিতুর, কালাপাহাড় এমন অনেক আম জেলার কয়েকটি বাগান ছাচ্চা মেলা দুর্লভ। জেলায় ঐতিহ্যবাহী বাগানগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ফৈয়াজ বাগ, রইস বাগ। নবাব ফৈয়াজ আলি খান জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের ঠিক বিপরীত প্রান্তে একটি বড় আমবাগান তৈরি করেছিলেন। যা আজ নেই। বাগানটি তাঁর নাম অনুসারে ফৈয়াজ বাগ নামে পরিচিত ছিল। এই বাগানের উল্লেখযোগ্য আমগুলি ছিল, নকাহিতুর, কালাপাহাড়, মোলায়েম জং, বেগম পসন্দ, নবাব পসন্দ, মির্জা পসন্দ, রানি, চম্পা প্রভৃতি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি আমার মক্কেল ১। বিজয় কুমার গুপ্তা ২। সতীশ কুমার গুপ্তা উভয়ের পিতা- রাধেশ্যাম গুপ্তা সাকিম বরাকর রোড, গাড়ীখানা, ওয়ার্ড নং ২০, পুরুলিয়া, পোঃ, থানা ও জেলা- পুরুলিয়া দের হইয়া এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, তাহারা গত ১৬।০৫।২০২৫ তারিখে ৩৪৭৮/২০২৫ নং কোবালা মূলে পুরুলিয়া মৌজাস্থিত আর.এস. খতিয়ান নং ৭৫৪ ভুক্ত আর.এস. / এল.আর. প্লট নং ৪৬৩৭ এ ০৩ কাঠা জমি ১। শ্রীমত্যা ববিতা আগরওয়াল স্বামী- দীপক কুমার আগরওয়াল ২। শ্রী লাকি আগরওয়াল পিতা- দীপক কুমার আগরওয়াল সাং নপাড়া, পোঃ- কাশীপুর, থানা- কাশীপুর, জেলা- পুরুলিয়া দের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন এবং দখল করিতেছেন। এখানে উল্লেখ্য উক্ত ববিতা আগরওয়াল এর স্বামী এবং লাকি আগরওয়াল এর পিতা দীপক কুমার আগরওয়াল তাহার জীবদ্দশায় উপরোক্ত খতিয়ানভুক্ত উক্ত প্লটের ০৩ কাঠা জমি গত ০৬।০৮।২০১৩ তারিখের ৩৮৪৫ নং দলিল মূলে ইয়াকুফ মহম্মদ গন্দি এর আমমোক্তার মেহমুদ গন্দির নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। আমমোক্তারনামা দলিল নং হইল IV-65 তারিখ ০১।০৪।২০১৩, আমার উক্ত মক্কেলগন উপরোক্ত খতিয়ানভুক্ত উক্ত প্লটের ০৩ কাঠা জমি তাহাদের নামে মিউটেশন করার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও পুরুলিয়া-১ এর অফিসে আবেদন করিয়াছেন।
তাই যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৭(সাত) দিনের মধ্যে বি.এল এন্ড এল.ও পুরুলিয়া-১ অফিসে আপত্তি দিতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গৃহীত হইবে।

Advocate
Krishna Pada Mahato
District Judge Court, Purulia
Enrolment No: F-209/210 of 2006

উত্তর পূর্ব রেল

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের যান্ত্রিক কর্মশালার মুখ্য কর্মশালা ব্যবস্থাপকের পক্ষে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, উপ-মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী / মেরামত নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও কাজের বিবরণঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং 09-GKP-MWS-2026-27 GKPS-এ অবস্থিত MAMCO কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং এবং লোড ডিফ্লেকশন টেস্টিং মেশিনের (সম্পদ নং. Bogie-71, সংখ্যাঃ ০১টি) ৫ বছরের জন্য ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) ১৮,৮৮,০০০.০০। জামানতের অর্থ (টাকায়) ৩৭,৮০০.০০। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১.০৬.২০২৬ তারিখের সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত। টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য। চুক্তির মেয়াদঃ ৬০ মাস। উপরোক্ত টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in- এও পাওয়া যাবে।

উপ-মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী (মেরামত)
যান্ত্রিক কর্মশালা
CPRO/Mech-24 **গোরখপুর**

ট্রেনে বিড়ি বা সিগারেট ধূমপান করবেন না

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নংঃ** টিএসকে-পার্কিং-০৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ ০৪-০৬-২০২৬** তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ০৪-০৬-২০২৬** তারিখের **১১.৫০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-টিএসকে-ডিবিআরজি-এমএক্স-৪৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং চুক্তির স্থানে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-টিএসকে-বিডিএলএন-এমএক্স-৩৭-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বরদলনি-এর পার্কিং স্থানে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-টিএসকে-ডিজেজি-এমএক্স-১৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	দুলিয়াজান রেলওয়ে স্টেশন-এর স্থানত দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ১৯-০৫-২০২৬ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF
LINDE INDIA LIMITED
Regd. Off. Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal – 700088

Notice is hereby given that the following share certificate has been reported as lost/ misplaced and Company intends to issue duplicate certificate in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the holders	Folio No.	No. of shares (Rs.10/- F.V)	Certificate No.	Distinctive No. From To
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	63644	140241 - 140260
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	63644	140261 - 140280
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	63644	254061 - 254080
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	63644	2167980 - 2168019
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	78 shares of F.V Rs.10/-	63647	2597979 - 2597980
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	78 shares of F.V Rs.10/-	63647	2785196 - 2785251
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	78 shares of F.V Rs.10/-	63647	3679670 - 3679689
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	111282	6603479 - 6603578
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	26 shares of F.V Rs.10/-	111283	6603579 - 6603604
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	32 shares of F.V Rs.10/-	172046	8922519 - 8922550
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	315012	28166842 - 28166941
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	100 shares of F.V Rs.10/-	315013	28166942 - 28167041
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	50 shares of F.V Rs.10/-	315014	28167042 - 28167091
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	10 shares of F.V Rs.10/-	315015	28167092 - 28167101
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	5 shares of F.V Rs.10/-	315016	28167102 - 28167106
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	1 share of F.V Rs.10/-	315017	28167107 - 28167107
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	1 share of F.V Rs.10/-	315018	28167108 - 28167108
Swati Arun Virginkar and Arun Madhav Virginkar	2223815	1 share of F.V Rs.10/-	315019	28167109 - 28167109

Place: Kolkata
Date: 22-05-2026

Swati Arun Virginkar
Arun Madhav Virginkar

রঙিয়া ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি প্রদান

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নম্বর: পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬-। বিবরণ:** দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকা যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ ০৩-০৬-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়।**

ক্রম নম্বর	লট নম্বর/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমএক্স-৬৩-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্র)	১০৯৬
এএ/২	পার্কিং-আরএনওয়াই-বিএনজিএন -এমএক্স-৭-২২-১ (পার্কিং-মিশ্র)	১০৯৬

ই-অকশন বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৩-০৬-২০২৬ তারিখে **১২:৪০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306,
Kolkata-700069 Tel:033-30288506, E-mail-investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026
(Rs. in Lakhs Except EPS)

Particulars	Quarter ended 31.03.26 (Audited)	Quarter ended 31.12.25 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.25 (Audited)	Year ended 31.03.26 (Audited)	Year ended 31.03.25 (Audited)
Total income from Operations(net)	7.65	1.12	10.37	11.27	15.52
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	5.27	(1.30)	6.89	1.51	1.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.27	(1.30)	6.89	1.51	1.08
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	5.27	(1.30)	6.89	1.68	0.75
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.27	(1.30)	6.89	1.68	0.75
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
Basic	2.20	(0.54)	2.87	0.70	0.31
Diluted	2.20	(0.54)	2.87	0.70	0.31

Note:
(a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2026 are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in.
(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Sushil Kumar Agrawal
Director
DIN: 00649521
Place : Kolkata
Date : 21.05.2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br.- IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/IX/077/245/2025-2026/APAS (2nd call)
Name of the Work: **Restoration of IPS passage at 1/1, Ekbalpore Road, 46/H/2, 63, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding area in Ward No. - 77**; Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,98,040.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **60 days**. Last date and time of submission of bid: **30.05.2026 - 12 noon**; Tender will be opened on: **02.06.2026 - 12 noon**;
(2) NIT No.: KMC/IX/078/066/2025-2026 (2nd call)
Name of the Work: **Construction of UGWR and Partition wall with ancillary civil work at Sola-Ana-Burial - Ground in Ward No. - 78**; Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,97,987.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of bid: **30.05.2026 - 2 p.m.**; Tender will be opened on: **02.06.2026 - 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **22.05.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/DG(S_D)/DESILTING/BP/26-27 (1st call)
Name of the Work: **Desilting of sump chamber and incoming panstock gate chamber at Beerpara Darainage Pumping Station under S and D Department**; Estimated Amount (including CESS): **Rs. 4,91,274,62**; Earnest Money: **Rs. 9,900.00**; Period of Completion : **35 days**; Bid submission start date and time (online): **22.05.2026 at 2 p.m.**; Last date and time of submission of bid(online): **30.05.2026 at 2 p.m.**; Date and time of opening of Technical bid: **02.06.2026 at 2 p.m**; The bid forms and other details are available on and from **22.05.2026 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/GRU, KMC invites opem quotation online item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/CM/1/26-27/01
Name of the Work: **Repairing and overhauling of 100 and 40 KVA DG Set at Br.-XV, Teresurry Department, GRU** ; Estimated Amount: **Open quotation (Amount to be quoted)**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Priod of Completion**: 15 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/CM/2/26-27/02
Name of the Work: **Annual maintenance contract (A.M.C.) for 13 nos. of Water Cooler CUM Purifier at Br.- XV Office Complex, GRU** ; Estimated Amount: **Open quotation (Amount to be quoted)**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**;
(3) NIT No.: KMC/LTG/CM/3/26-27/03
Name of the Work: **Comprehensive Annual Maintenance and servicing of Air Conditioning Machine at Br.-XV Office Complex , GRU** ; Estimated Amount: **Open quotation (Amount to be quoted)**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**;
(4) NIT No.: KMC/LTG/CM/4/26-27/04
Name of the Work: **Annual Comprehensive maintenance of 02 nos. Elevators with auto door (G+3) at Br.- XV, Office ComplexGRU;** Estimated Amount: **Open quotation (Amount to be quoted);** Priod of Completion**: 365 days [For Sl. No. 2 to 4].** Last date and time of submission of bid: **03.06.2026** - **5 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]. ;** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **[For Sl. No. 1 to 4].**

41/26-27

‘বুমরাহ হলে কি একই কথা বলতেন?’

সামির বাদ পড়া নিয়ে নির্বাচকদের প্রশ্ন জাফরের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ মহম্মদ সামিকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও নির্বাচকদের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ওয়াসিম জাফর। আফগানিস্তান সিরিজের দল থেকেও বাংলার পেসার বাদ পড়ার পর সরাসরি প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের ব্যাখ্যাকে ‘অজুহাত’ বলে দেগে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার। তাঁর প্রশ্ন, জসপ্রীত বুমরাহ এমন পরিস্থিতিতে থাকলে কি বোর্ড একই ব্যবহার করত? ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আর ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি সামি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট ও তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দলেও ব্রাত্য। অথচ ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। রঞ্জি ট্রফিতে বাংলাকে সেমিফাইনালে তুলতে অভিজ্ঞ বাউন্সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। ১৯ মে দল ঘোষণার পর আগরকর জানান, এই মুহূর্তে দীর্ঘ ফরম্যাটের জন্য মহম্মদ সামির নাম ভাবা হয়নি। বক্তব্য, তিনি এখন মূলত টি-২০ খেলার মতো অবস্থায় রয়েছেন। আগরকরের এই মন্তব্যেই ক্ষুব্ধ জাফর। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, ‘‘পুরো বাজে কথা। আমরা মহম্মদ সামিকে নিয়ে

কথা বলছি, সাধারণ কোনও ক্রিকেটারকে নিয়ে নয়। এটা ওর প্রতি অসম্মান। সামি পারফর্ম করছে, আর আপনি বলছেন, ও শুধু টি-২০ খেলার মতো ফিট! এটা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়।’’ জাফরের মতে, নির্বাচকদের আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তাঁর কথায়, ‘‘যদি নির্বাচকরা ওকে না ভাবেন, তাহলে সরাসরি বলুন, আমরা ওকে উপেক্ষা করেছি! সেটা অন্তত পরিষ্কার বক্তব্য হত। কিন্তু যেভাবে বাংলা দলকে প্রায় একা টেনে রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে তুলেছে, সেটা কি কেউ দেখছে না?’’ সামির ঘরোয়া মরসুমের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন জাফর। রঞ্জি ট্রফি ২০২৫-২৬ সিজনের ৭ ম্যাচে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৬ উইকেট। বিজয় হাজারে ট্রফিতেও ১৫টি শিকার। ওয়াসিম জাফরের মতে, দক্ষতার বিচারে সামি ও বুমরাহ একই স্তরের বোলার। তাই বোর্ডের এই অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। জাফর বলেন, ‘‘ধরুন বুমরাহ চোট পেয়ে ফিরল, তখনও কি এমন ব্যবহার করা হত? মহম্মদ সামি একই মানের বোলার। যে কোনও আন্তর্জাতিক ব্যাটারকে জিজ্ঞেস করুন, সামিকে সেরা বোলারদের মধ্যে রাখবে।’’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘‘ভারতের হয়ে ও যা করেছে, তার পরে এই ধরনের মন্তব্য অসম্মানজনক।’’

ফিটনেস নিয়ে নির্বাচকরা নাখুশ

বিশ্বকাপের আগেই রোহিতকে নিয়ে ‘কঠিন সিদ্ধান্তে’র সম্ভাবনা

মুম্বই, ২১ মেঃ ওডিআই বিশ্বকাপে কি আদৌ খেলবেন রোহিত শর্মা? প্রশ্নটা এখন আর শুধু ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিসিসিআইয়ের অন্দরেও এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়াছে। একটি সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদন মোতাবেক, রোহিতের ফিটনেস বিষয়ে পুরোপুরি আশ্বস্ত নয় ভারতীয় বোর্ড। এমনকি বিশ্বকাপের আগে তাঁকে নিয়ে ‘কঠিন সিদ্ধান্ত’ নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজের দলে রোহিত জায়গা পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু চূড়ান্তভাবে খেলতে পারবেন কি না, সেটা নির্ভর করছে ফিটনেস পরীক্ষার উপর। চলতি আইপিএলে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে একাধিক ম্যাচ খেলতে নামেননি। সেই কারণে নির্বাচকরা দল ঘোষণার আগে তাঁর ফিটনেস রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। বোর্ডের এক সূত্রের দাবি, রোহিতের শরীর আদৌ ৫০ ওভারের ক্রিকেটের চাপ নিতে পারবে কি না, তাই নিয়ে সবচেয়ে বড় সংশয় তৈরি হয়েছে। বোর্ডের এক সূত্র সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘‘রোহিত ওই তিন সপ্তাহ বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিপোর্ট করেনি। ও অনেক রোগা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শরীর উচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটের চাপ নিতে পারবে কি না, সেটা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। ৫০ ওভার ফিল্ডিং করতে হয়। আইপিএলের মতো এখানে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের সুবিধা নেই। ৪০ বছরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে শরীরের সেরে উঠতেও সময় লাগে।’’ এই পরিস্থিতিতে বিকল্প ওপেনার তৈরি করার কাজও শুরু করে দিয়েছে নির্বাচক কমিটি। যশস্বী জয়সওয়ালের পাশাপাশি ঈশান কিষাণকে ওপেনিং বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে দাবি। বোর্ড সূত্রের বক্তব্য, ‘‘বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি একদিনের ম্যাচ নেই। যশস্বীও এখনও

যথেষ্ট ম্যাচ খেলেনি। তাই ঈশানকে নেওয়া হয়েছে, যাতে ওপেনার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। রোহিত বিশ্বকাপে খেলতে না পারলে, আবার গিল বা যশস্বীর কেউ চোট পেলে, অতিরিক্ত ওপেনার তৈরি রাখা জরুরি।’’ প্রতিবেদনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ সম্ভবত এটিই। বিসিসিআই ও টিম ম্যানেজমেন্ট নাকি এখন আর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে একই কাঠামোয় রাখতে নারাজ। বোর্ডের মতে, বিরাটের ফিটনেস এখনও দেশের সেরা ক্রিকেটারদের পর্যায়ে। তাঁর বর্তমান ফর্ম নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু রোহিতের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে অসন্তুষ্ট টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে আক্রমণাত্মক শুরু এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের ধার আর দেখা যাচ্ছে না বলে মত নির্বাচকদের একাংশের। এক বোর্ড সূত্র বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে বিরাটের ফিটনেস ও ফর্ম ভারতের বেশিরভাগ ক্রিকেটারের চেয়ে ভাল। কিন্তু বিরাট আর রোহিতকে একসঙ্গে বিচার করা যাবে না। মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনা করে রোহিতকে নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।’’ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ দ্বিপাক্ষিক লড়াই হলেও, ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে টিম ম্যানেজমেন্ট এখন থেকে ধীরে ধীরে বদলের রূপরেখা তৈরি করছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। রোহিতের অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু দীর্ঘ ফরম্যাটের একদিনের ক্রিকেটে ফিটনেস, ধারাবাহিকতা এবং মাঠে টিকে থাকার ক্ষমতা এখন সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয়। আর সেই কারণে আগামী কয়েক মাস ভারতীয় ক্রিকেটে রোহিত-অধ্যায়ের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

মুম্বইকে হারিয়েও দুশ্চিন্তায় কেকেআর, কোন অঙ্কে শেষ চারে রাহানেরা?

নিজস্ব প্রতিবেদন

গতকাল মুম্বইকে ৪ উইকেটে হারানোর পর যখন কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে সম্প্রচারকারী সংস্থার সামনে সাক্ষাৎকার দিতে এলেন, তাঁকে

দেখে মনে হল, অনেকটা রিল্যাক্সড রয়েছেন। সেটা থাকাটাই স্বাভাবিক। শেষ ৫ ম্যাচে ৪ জয়, রীতিমতো খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসা। স্বপ্ন তো দেখবেনই সমর্থকরা। যদিও এই মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে একসময় সেই চেনা ভুল করছিল কেকেআর। মাঠে ফেলে আসছিল ম্যাচ, কিন্তু ভাগ্য যার সঙ্গে থাকে, তাকে কি কেউ কোনওভাবে মারতে পারে? না। সেই কারণেই মুম্বইকে হারিয়ে এখনো প্লে অফের অঙ্কে বেঁচে নাইটরা। কিভাবে প্লে অফ খেলবে কলকাতা? এই মুহূর্তে ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট রয়েছে কলকাতার। আগামী রবিবার তাদের শেষ ম্যাচ রয়েছে দিল্লির সঙ্গে। সেই ম্যাচ যদি কেকেআর জিতে যায়, তাহলে তাদের পয়েন্ট হবে ১৫। আবার রাজস্থান রয়্যালস শেষ ম্যাচে মুম্বইকে হারিয়ে দিলে কেকেআরের সব আশা শেষ। রাজস্থান যদি শেষ ম্যাচে হারে তাহলে কেকেআরের সঙ্গে সুযোগ থাকবে পাঞ্জাব কিংসের, কারন পাঞ্জাবেরও ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট রয়েছে। যদি পাঞ্জাব নিজেদের শেষ ম্যাচে লখনৌকে হারায়, এবং কেকেআরও দিল্লিকে হারায়, তাহলে দুই দলেরই পয়েন্ট হবে ১৫। সেক্ষেত্রে দেখা হবে রানরেট। এই মুহূর্তে পাঞ্জাবের রান রেট কলকাতার থেকে ভাল। পাঞ্জাবের রান রেট ০.২২৭। কলকাতার রান রেট ০.০১১। গতকাল ইডেনের ম্যাচে ফিরেছিলেন মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক। কিন্তু মাত্র ২৬ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ৬ বলে ১৫ করে আউট হয়ে যান রোহিত। করবিন বশের বদান্যতায় ২০ ওভার শেষে ১৪৭ রান বোর্ডে তুলেছিল মুম্বই। কৃপণ বোলিং করলেন সুনীল নারিন। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে দিলেন মাত্র ১৩ রান। তবে এই রান তুলতেও কেকেআরের লাগল ১৯ ওভার, হারাতে হল ৬টা উইকেট। ব্যাটিংয়ের পর বোলিংয়েও ৩ উইকেট পেলেন বশ। যদিও, এই রানরেটই না শেষে পার্থক্য গড়ে দেয়, নাহলে এই টানা জেতার যে কোনও দামই থাকবে না।

বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য ইয়ামালের

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২১ মেঃ জুন-জুলাইয়ে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের মাঝেই ১৯তম জন্মদিন পালন করবেন ইয়ামাল। বর্তমানে চোটের কারণে বাইরে থাকা এই বার্সেলোনা উইঙ্গার হয়তো বিশ্বকাপে স্পেনের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না। ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন তিনি। ২০২২ সালের আসরে কোস্টা রিকার জালে বল পাঠিয়ে বিশ্বকাপে স্পেনের সর্বকনিষ্ঠ ও বিশ্বের তৃতীয় কনিষ্ঠতম গোলদাতা হওয়ার কীর্তি গড়েন গাভি (১৮ বছর ১১০ দিন)। সেই প্রসঙ্গ তুলেই ইয়ামালকে প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বকাপে স্পেনের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠতম গোলদাতা হওয়ার হাতছানি তার সামনে। তবে আরও বড় লক্ষ্যের কথা বলেন তিনি। ইউরোর পর থেকে গাভি মজা করে বলে আসছে, ‘‘এটাই সেই রেকর্ড যা তার কাছ থেকে আমি কেড়ে নিতে পারব না। তাই আমাকে এর চেয়েও ভালো কিছু করতে হবে- বিশ্বকাপে সর্বকনিষ্ঠ স্প্যানিশ খেলোয়াড় হিসেবে হ্যাটট্রিক করতে হবে। যদি দ্বিতীযবার বল জালে পাঠাতে পারি, তাহলে হয়তো গাভিকে একটু শ্রদ্ধা জানাব, কারণ সে একটি গোলই করেছে, তবে আমার লক্ষ্য থাকবে তিনটি।’’ স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত হ্যাটট্রিক করতে পেরেছেন কেবল দুজন। ১৯৮৬ আসরে শেষ ষোলোয় ডেনমার্কের বিপক্ষে দলের ৫-১ ব্যবধানের জয়ে চার গোল করেন এমিলিও বুত্রাগুয়েনো। আর ১৯৯০ আসরে গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানের জয়ে দলের সবকটি গোল করেন মিচেল। তবে ওই দুজনের কেউ ২৫ বছরের কম বয়সে এই স্বাদ পাননি। শুধু গোল বা হ্যাটট্রিক করাই নয়, বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরার ছবিও আঁকছেন ইয়ামাল। ‘‘আশা করি (স্পেন শিরোপা জিতবে)। আমার জন্য স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ব্যাপার হবে। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাবেন এবং আমরা জিতে যাব। জানি না কত গোলে, কিন্তু আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। তারপর স্পেনে ফিরে সমর্থকদের সঙ্গে উদযাপন করব। সেটা হবে স্পেশাল মুহূর্ত।’’

‘ওয়াকা ওয়াকা’-র পর ‘ডাই ডাই’! বিশ্বকাপে শাকিরার নতুন গানের টিজার

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবল বিশ্বকাপ আর শাকিরা-সম্পর্কটা নতুন নয়। ২০১০ সালে ‘ওয়াকা ওয়াকা’ দিয়ে মঞ্চ কাঁপিয়েছিলেন কলম্বিয়ান পপ তারকা। ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে ফের সেই পরিচিত দৃশ্য। নতুন অফিসিয়াল গান ‘ডাই ডাই’-এর ঝলক রিলিজ করামাত্র তুলেছে ঝড়! শাকিরার সঙ্গে সঙ্গতে রয়েছেন আফ্রোবিটস শিল্পী বার্না বয়। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় এক মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করে পপ তারকা লেখেন, ‘‘মারাকানা স্টেডিয়াম থেকে হাজির ‘ডাই ডাই’, ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর অফিসিয়াল গান!’’ পোস্টে বার্না বয়ের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ব্রাজিলের ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামের মাঠে নাচছেন শাকিরা ও তাঁর দল। গাইছেন, ‘হিয়ার ইন দিস প্লেস / ইউ বিলং। হোয়াট ব্রোক ইউ ওয়ান্স / মেড ইউ স্ট্রং।’ আড়ালে শোনা যাচ্ছে পুরুষ কণ্ঠও। ছন্দ-তালে মাতানো পুরো গান ২৪ মে প্রকাশ পাবে। বিশ্বকাপের থিম সং বললেই এখনও অনেকের মনে প্রথমে আসে ‘ওয়াকা ওয়াকা (দিস টাইম ফর আফ্রিকা)’। ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকায় টুর্নামেন্ট। সেই উপলক্ষ্যে শাকিরার গান আন্তর্জাতিক সাফল্য পেয়েছিল। তারপর থেকে ফুটবল বিশ্বকাপের সঙ্গে পপ তারকার নাম প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। এবারের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১১ জুন।

উদ্বোধনী ম্যাচ মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে। মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনাল ১৯ জুলাই। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার শেষ ম্যাচ। বিশ্বকাপ তিন দেশে ছড়িয়ে। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথ আয়োজক। ৪৮ দল নিয়ে প্রথমবারের মতো সম্প্রসারিত প্রতিযোগিতা। যদিও ‘ডাই ডাই’ একমাত্র থিম সিং নয়। কোকা-কোলাও নিজেদের অফিসিয়াল গান প্রকাশ করেছে। যা তৈরি হয়েছে ভ্যান হ্যালেনের বিখ্যাত ‘জাম্প’-এর নতুন সংস্করণে। নির্মাতা জে বালভিন, ট্রাভিস বার্কার, অ্যাম্বার মার্ক ও স্টিভ ভাই। জে বালভিন জানিয়েছেন, মূল গানটি ফুটবলকেন্দ্রিক ছিল না। তাই তিনি নতুন স্প্যানিশ লাইন যোগ করেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, ‘‘জাম্প কোনও ফুটবল-গীতি নয়। তাই সেখানে লাতিন আবেগ আর ফুটবলের ভালোবাসা আনতে হয়েছে!’’ বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে শাকিরার কামব্যাক আন্তর্জাতিক ফুটবল মহলে বড় আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে ‘ওয়াকা ওয়াকা’-র জনপ্রিয়তার পরে নতুন গান নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে। ফিফার তরফে এখনও পুরো মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করা হয়নি। তবে মারাকানায় শুট হওয়া প্রথম ঝলক থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বকাপের মঞ্চে আবারও বড়সড় ছাপ রাখতে চাইছেন শাকিরা। আর তাঁর সঙ্গে বার্না বয়ের সংযোজন গানটিকে আরও বড় আন্তর্জাতিক বাজার দিতে পারে বলেই অনেকের ধারণা।

ইউরোপা লিগ জিতে ৩০ বছরের শিরোপা খরা কাটাল অ্যাস্টন ভিলা

চমৎকার দুই গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিল অ্যাস্টন ভিলা। বিরতির পর তারা ব্যবধান বাড়াল আরও। একপেশে লড়াইয়ে ফ্রেইবুর্ককে হারিয়ে ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হলো উনাই এমেরির দল।

সংবাদ সংস্থা, ইস্তাম্বুল, ২১ মেঃ দুর্দান্ত জয়ে ৩০ বছরের শিরোপাখরা কি দারুণভাবেই না কাটাল অ্যাস্টন ভিলা। গতকাল রাতে ইউরোপা লিগ ফাইনালে জার্মান ক্লাব ফ্রাইবুর্গকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ভিলা। গোল করেন ইউরি তিলেমানস, এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ও মর্গান রজার্স। ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ৪১ মিনিটে বজ্রগতির ভলিতে ভিলাকে এগিয়ে নেন তিলেমানস। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে অসাধারণ বাঁকানো শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বুয়েন্দিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে রজার্স গোল করে ফ্রাইবুর্গের ওপর ভিলার আধিপত্য নিশ্চিত করে। এর মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালের লিগ কাপের পর প্রথম শিরোপা জিতল ইংলিশ ক্লাবটি। ইউরোপের মঞ্চে ৪৪ বছর পর বড় কোনো টুর্নামেন্টে শিরোপার দেখা পেল ভিলা। ক্লাবটির ১৫২ বছরের ইতিহাসে এত দিন সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল ১৯৮২ সালে ইউরোপিয়ান জয়। রটারডামে সেবার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখকে হারায় ভিলা। সেই দলের ৯ জন প্রাক্তন ফুটবলার বেসিকতাস পার্কের গ্যালারিতে বসে ভিলার ইউরোপা লিগ জয় দেখেন। ঐতিহ্যবাহী মেরুন-নীল জার্সির বদলে এদিন ভিলা খেলেছে সাদা জার্সিতে। ১৯৮২ সালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষেও একই রঙের জার্সি পরে খেলেছিল তারা। ইউরোপিয়ান পর্যায়ে দ্বিতীয় সারির এ টুর্নামেন্টে পঞ্চম শিরোপা জিতলেন ভিলা কোচ

উনাই এমেরি। এর আগে সেভিয়ার হয়ে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে টানা তিনবার এবং ২০২১ সালে ভিয়ারিয়ালের হয়ে একবার এই ট্রফি জেতেন। স্প্যানিশ কোচ এমেরি চলতি সপ্তাহেই বলেছিলেন, তিনি নিজেকে ইউরোপা লিগের ‘রাজা’ মনে করেন না। কিন্তু ফাইনালে ভিলার রাজকীয় জয় যেন সত্যিই রাজমুকুট পরিয়ে দিল তাঁকে। বেসিকতাস স্টেডিয়ামে প্রায় ২০ হাজার উচ্ছ্বসিত ভিলা সমর্থকের সঙ্গে উদযাপনে ছিলেন ক্লাবটির সমর্থক প্রিন্স উইলিয়াম। ছিলেন হলিউড অভিনেতা টম হ্যাঙ্কসও। তিনিও অ্যাস্টন ভিলার খ্যাতিমান সমর্থক। ম্যাচ শুরুর আগে দলকে শুভকামনাও জানান হ্যাঙ্কস। ভিলার জন্য মরসুমের শেষটা হয়ে থাকল স্মরণীয়। গত সপ্তাহে লিভারপুলকে হারিয়ে আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা নিশ্চিত করে ক্লাবটি। অথচ মরসুমের শুরুটা ছিল একেবারেই হতাশাজনক। টানা ছয় ম্যাচ জয়হীন থাকার পাশাপাশি সেই সময়ে মাত্র দুটি গোল করেছিল ভিলা। সেই দলটাই মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা নিশ্চিতের পর জিতে নিল ইউরোপা লিগের শিরোপাও। রাতটি স্মরণীয় হয়ে থাকল ভিলার আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের জন্যও। এই শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ারে কোনো ফাইনাল না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখলেন মার্তিনেজ। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৭টি ফাইনাল খেলে সব কটি জিতেছেন মার্তিনেজ-যেখানে আছে বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা ও ফিনালিসিমা। ফাইনাল শেষে মার্তিনেজ জানান, এই ম্যাচটি তিনি ভাঙা আঙুল নিয়ে খেলেছেন। ম্যাচের আগে ওয়ার্ম আপের সময় আঙুল ভেঙে যায় তাঁর। তবে এই চোটের কারণে মার্তিনেজের বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি। জয়ের পর ভিলা কোচ এমেরি বলেন, ‘‘আমি নিজে খুবই উচ্চাভিলাষী। অবশ্যই আমার সমর্থন দরকার ক্লাবের মালিকদের, এখানে কাজ করা সবার। আমরা আরও শক্তিশালী হচ্ছি, তবে নিজেদের কাছে আরও বেশি কিছু দাবি করতে হবে। আগামী মরসুমে আমরা চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলব। প্রিমিয়ার লিগ বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন লিগ। এটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com